রেজিষ্টার নং৭৭ Rigistered No.77. রেজিষ্টার নং৭৭

অমৃত বাজার পত্রিকা

মূল্যঃ— অগ্রিম বার্ষিক ৮৸, ডাক মাশুল ১৸৹, ষাণ্মাসিক ৪৵, ডাকমাশুল ৸৹, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাশুল ।৶৹ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ১০৷৹, ডাক মাশুল ১৷৹ টাকা প্রতি খণ্ড ।৶ বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৶৹, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵৹ আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি ।৹ আনা।

৯ম ভাগ } কলিকাতাঃ— ২৮এ পৌষ —বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৩ সাল ইং ১১ই জানুয়ারি ১৮৭৭ সাল } ৪৮ সংখ্যা

অমৃত রস।

সর্ব্বহিতৈষী পরম কারুণিক এক সন্যাসি হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

ইহা কেবল কতক গুলি দেশী ও কতক গুলিন পর্ব্বতজাত বনৌষধী সংযোগে রস প্রস্তুত হইয়া এমন অসাধারণ বহুবিধ রোগ নাশক শক্তি ধারণ করিয়াছে, যে অমৃত রস উপাধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাস্তবিক তদ্রূপ কার্য্য করিতে সমর্থ। কি মহতি অশ্চর্য্য বৃক্ষ, লতা, বল্লী প্রভৃতি বনস্পতিতে বিশ্বস্রষ্টা যে কি চমৎকার গুণ প্রদান করিয়াছেন, তাহার নগূঢ় মর্ম্ম লোকে সবিশয বিদিত থাকিলে ব্যাধি মন্দির মানব দেহকে নানা প্রকার রোগের যন্ত্রণা দীর্ঘকাল সহ্য করিতে হইত না, এবং অকালে কালের বশ হইতেও হইত না।

অপরঞ্চ অমৃত রস কি চমৎকার ঔষধ ! ইহা সেবনে অনেকানেক দুঃসাধ্য কষ্ট সাধ্য ও অসা রোগও শান্তিধহইতে দেখা গিয়াছে এমন কি ক্ষয়, ক্ষা, শুল ও বহুবিধ শীরঃপীড়া, হৃদ্রোগ, শ্বাসকাশ, হৃদকম্প, অম্ল-পিত্ত ও অম্ল-শুল, পুরাতন জ্বর, প্রমেহ, মহামারি জ্বর, উপদংশ, পারদ ঘটিত দায মুত্রকৃচ্ছ্র, বহুমুত্র, রক্ত বিকার, প্লীহা, পাণ্ডু, যকৃত ও গৃহণী প্রভৃতি সকল প্রকার রোগ প্রতিকারে ইহা অতি উৎকৃষ্ট স্ত্রীলোকদিগের কতক গুলিন বিশেষ রোগ আছে, এ ঔষধ তাহার শীঘ্র প্রতিককরো। সুতিকা, প্রদর, মুর্চ্ছা, ভৌতিক রোগ, স্বপ্নে ভয় দর্শন প্রভৃতি রোগে স্বচ্ছন্দ বিধেয় মহাপুরুষের এমনও আজ্ঞা আছে, যে যথা নিয়মে ঔষধ সেবন করিলে মৃত বৎসা দোষও থাকিবে না। পরন্তু এমত নির্দ্দোষ ঔষধ যে দুগ্ধ পো ষ্য শিশুরও সেব্য এবং পরমোপকারী।

উদাসীনের দত্ত আমার মহৌষধ ইংরাজি ১৮৬৮ শাল হইতে প্রচার হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালি কোন প্রকার ঔষধ প্রকাশ করেন নাই। আমার প্রকাশের পরে এই আট বৎসরে যে কতই ইহার নকল হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু আসল ও নকল অনেক বিভিন্ন। পুর্ব্বে পুস্তকাকারে অসংখ্য আরোগ্য সমাচার ছাপান হইয়াছে, এক্ষণে নূতন কয়েক খানি আরোগ্য সমাচার প্রকাশ করা যাইবে।

ছয় ছটাক শিশির মুল্য ৫৷৹ টাকা। যাহা পোনের দিন সেবনীয়।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মিশির পোখরা।

বেনারস।

আরোগ্য সমাচার।

মহাশয় আপনার অমৃত রস আমি ১৫০ টাকার আনাইয়াছি; ইহা অতি আশ্চর্য্য ঔষধ বিবিধ দুরূহ রোগে তাহার অদ্ভুত শক্তি দৃষ্ট করিয় আমরা চমৎকার হইয়াছি। শুল, পুরাতন ও নূতন হাপানি কাশী, জ্বরয ক্ষয়া, গ্রহণী এবং স্ত্রীলোকের মূর্চ্ছা রোগে ইহার সম্যক উপাকারিতা দৃষ্ট কর গয়াছে।

শ্রীকৈলাস চন্দ্র রায় মহাশয়

জমিদার ও অনারেরী মাজিষ্ট্রেট দেহুড়দা

জেলা বালেশ্বর।

আমার কনিষ্ঠা ভগ্নীর জ্বর, প্রদর, অরুচি শরীর ও মস্তক ফোলা, নাক হইতে শীরা বাহির হওয়া, গা, হাত, পা, কামডানি, ইত্যাদি নানাবা পীড়ায়ভ অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল, মহাশয়ের অমৃত রস সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। আমার প্রতিবাসী শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ হালদার জ্বর, বহ্নি, অর্শ অজীর্ণ রোগে অতিশয় কষ্ট পাইতেছিলেন, অজীর্ণ এরূপ হইত যে অন্ন আহারের পনের দিন পরে ঐ অন্ন স্ব আকারে নির্গত হইত, আপনার অমৃত রস সেবন করিয়া আশ্চর্য্য আরোগ্য হইয়াছেন।

শ্রীরামচন্দ্র নন্দী।

মোং তেলীপাডা, জয়নগর পোঃ আঃ।

ইত্যগ্রে মহাশয়ের নিকট হইতে যে অমৃত রস ঔষধ সমভিব্যাহারে আনা হয়, বিগত বৈশাখ মাসের মধ্যে মৎপত্নী নানা প্রকার উৎকট ব্যাধীগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এমন কি জীবন রক্ষার কোন উপায় ছিল না এমত অবস্থায় ঐ ঔষধ সেবনান্তর কতিপয় দিবস মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার

মোং বাহালগ্রাম, রহিগঞ্জ পোঃ আঃ।

আপনার প্রকাশিত অমৃত রস আনয়ন করিয়া আমার পরিবারকে সেবন করাণতে অনেক পরিমাণে রোগের উপশম বোধ হইতেছে। শারীরিক দৌর্ব্বল্যতা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বিশেষ হইয়াছে, তবে উদরের বেদনা যে একেবারে আমার হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না, এক্ষণ যে প্রকার অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় আরও কিছু অধিক কাল ঔষধ সেবন করাইলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়ার সম্ভব। কারণ পীড়াও নিতান্ত অল্প দিনের নহে।

শ্রীশশীভূষণ হালদার, ডেপুটী মাজিষ্ট্রে

মোং মাতাভাঙ্গা জেলা, কুচবেহার।

মহাশয় বৎসরাবধি আমি জ্বর এবং কাশে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলাম, ডাক্তারী ও বৈদ্যমতে নানাবিধ ঔষধী ব্যবহার করাতেও পীড়ার কিঞ্চিৎ মাত্র উপশম না হওয়ায় পরিশেষে মহাশয়ের জগৎ পরিচিত অমৃত রস ব্যবহার করাতে সম্যক আরোগ্য লাভ করিয়াছি। আমার যেরূপ উপকার করিলেন ইহাতে মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিলাম, এবং যাহাতে আপনার অমৃত রস এই গ্রামে এবং ইহার চতুপার্শ্বে বিশেষ প্রকারে পরিচিত হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিলাম।

শ্রীরমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মোং হবিপুর, জেলা, দিনাজপুর।

মহাশয় আপনার উদাশীন দত্ত অমৃত রস মহৌষধীর গুণ ভুবন বিখ্যাত, এবং কয়েকটী রোগীকে আশ্চর্য্য আরোগ্য লাভ করিতে দেখিয়া অসীম আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়াছি। না জানি মহাশয় কত প্রাণীকে অকাল কালগ্রাস হইতে মুক্ত করিয় কতই পুণ্য উপার্জ্জন করিতেছেন, ইহাতে আপনাকে অগণ্য ধন্যবাদ করিতেছি।

শ্রীচৌধুরী প্রতাপনারায়ণ রায় জমিদার।

মোং ডাশবিহা, জেলা, বলেশ্বর।

আপনার জগৎ বিখ্যাত মহোপকারি ঔষধর গুন বিষয়ে এ সামান্য লেখনী বা কি বর্ণনা করিতে পারে। সর্ব্বদাই শুনিতেছি, যে আপনার কৃপা গুণে অত্রাঞ্চলের অনেক২ ব্যক্তি করাল কাল রোগের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতেছেন। আমরা চাক্ষুষে শ্রীযুত রাধা মোহন মুখোপাধ্যায়কে ভয়ানক সঙ্কিত গ্রহণী রোগ হইতে এবং তাঁহার স্ত্রীকে অনেক দিনের প্রাচীন শ্বাস রোগ হইতে আশু মুক্তি লাভ করিতে দেখিয়া বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। অমৃত রস নামের স্বার্থকতা সম্পাদন করিতেছে

শ্রীশ্যামাচরণ মিত্র।

ডেপূটী পোষ্টমাষ্টার, মোং বাসডিহা।

গত বৎসর মহাশয়ের নিকট হইতে অমৃত রস আনাইয়া সেবন করায় আমার যে শুল বেদনা ছিল তাহা হইতে মুক্তি পাইয়াছি।

শ্রীজয় গোবিন্দ দত্ত।

মোং জতনপুখরী জেলা, জলপাইগুড়ি।

মহাশয়ের অমৃত রস ঔষধী ভগন্দর রোগে সেবন করান হয় তাহাতে ক্ষত আরোগ্য হইয়াছে াগ মাত্র আছে।

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র সেট।

মোং ফাঁসি দেওয়া, জেলা, দারজিলিং।

আমি হেম বাবুর অমৃত রস অনেক রোগে পরীক্ষা করিয়াছি, এবং অনেক প্রকার রোগেতে ইহার অশ্চর্য্য গুণ দেখা যায়। কএক জন রোগ যাহাদের বাঁচিবার কোন ভরসা ছিল না, এই ঔষধী সেবনে আশ্চর্য্য আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার।

৺কাশীধাম।

মহাশয়ের মহৌষধী অত্র স্থানে যিনি২ সেবন করিয়াছেন, সকলেই সুন্দর রূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীলোকনাথ দাস বসু।

মোং কটক।

আপনার অমৃত রস মহৌষধীর চমৎকার গুণ অত্র কাথিতে যাহারা সেবন করিয়াছেন, তাহারা সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীমহেন্দ্র নারায়ণ মাহিতি।
মোং কাঁথি, জেলা মেদনিপুর।

মহাশয়ের অমৃত রস সেবনে দাদা মহাশয়ের বিশেষ উপকার লাভ হইয়াছে। তাঁহার শুল ব্যথা এবং পেটের ডাক আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীপ্রসন্ন কুমার দাস
মোং রত্নপু জেলা মুরসিদাবাদ।

ইতাগ্রে যে ঔধী আপনার নিকট হইতে আনান হইয়াছিল, তাহ আপনার প্রেরিত নিয়মালির নিয়মানুসারে সেবন করা পূর্ব্বাপেক্ষা অসুস্থের অনেক হ্রাস হইয়া আপাততঃ শরীরের স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছি।

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী রায় বাহাদুর।
মোং চুড়ামন।

অত্যাশ্চর্য্য ওলাউঠার অমূল্য বটিকা।

সকল প্রকার ঔষধ অপেক্ষা এই ঔষধীর চমৎকার গুণ প্রকাশ হইয়াছে, ইহা দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে রোগ নিবারণ হয়। অধিকাংশ লোক ৫।৬ ঘন্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়াছেন। আমি পূর্ব্বে সহর অঞ্চলায় বার শত, এবং এ স্থানে আট শত বার জন লোকের দাতব্য চিকিৎসা করিয়াছি, তন্মধ্যে শত করা ৯০ জন রোগীর অধিক আরোগ্য হইয়াছে। ইহা তালিকা দ্বারা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

এই ঔষধীর ৫০ পঞ্চাশ বটিকার মুল্য ৫ টাকা মাত্র, ইহা দ্বারা ২০ নজ রোগী আরোগ্য হইতে পারে।

নিম্ন লিখিত আরোগ্য সমাচার ছাপান যাইতেছে।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মিশির পোখরা, বেনারস।

মহাশয়ের নিকট হইতে গত মাসে যে ঔষধী আনাইয়া ছিলাম তাহা ছয় জন রোগীকে দেওয়ায় উত্তম রূপ আরোগ্য হইয়াছে। বিশুচিকার এমন ঔষধ আর হয় নাই, ছয় ঘণ্টার মধ্যেই সকলে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
নেটিভ ডাক্তার, ছাপরা জেলা আরা।

মহাশয়ের ঔষধের গুণ মৌখিকা ভিন্ন পত্রে বর্ণনা করা যায় না একাধীক্রমে ১৮টি ওলাউঠা রোগী আরোগ্য হইয়াছে। অধিকাংশ রোগীকে ২টী বটীকা কোন কোন টীকে ৩টী মাত্র দেওয়া গিয়াছে। মহাশয়ের এ ঔষধ যথার্থ তাহার কোন ভুল নাই, ঐ সকল রোগী অতি দীন হীন লোক, কেবল মহাশয়ের পুণ্যার্থে,এবং প্রশংসা প্রকাশার্থে বিনা মুল্যে দেওয়া গিয়াছে। শ্রীমহিউদ্দিন।

ইনচার্জ কুরকুরিয়া চা-বাবান, সোনাপুর আসাম

আপনি যে ওলাউঠা রোগের ঔধ পাঠাইয়াছিলেন, ঐ ঔষধ ৫ জন রোকেগী দেওয়া হইয়া ছিল, তাহারা সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

৺শঙ্করাধতভ সিংহদেব জমিদার।
মোং কুচিয়াকেল্লল জেলা বাঁকুড়া।

আপনার প্রেরিত উলাউঠা ঔষধ প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই বাধিত হইলাম। কয়েক জন রোগীকে ঔষধ ব্যবহার করাইয়া ফল পাওয়া হইয়াছে।

জোনুরুল হোসেন, দেওয়ান।
মোং তালিবপুর, ষ্টেট, বহরমপুর।

আমাদের নিকট কয়েক গ্রামে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, আপনার প্রেরিত বটিকার কয়েক জনার আশ্চর্য্য উপকার হইয়াছে।

শ্রীকৈলাশচন্দ্র রায় মহাশয়, জমিদার
ম্যনারারী মাজিষ্টেট মোং দেহুড়দা,
জেলা বালেশ্বর।

মহাশয় আপনার অমৃত রস ঔষধের অনির্ব্বচনীয় গুণ। আমার আত্মীয়ের জ্বর, প্লীহা এবং পেটের ব্যায়রাম ছিল। এই ব্যায়রাম গুলি অল্প দিনের নহে, জ্বর প্রায় ৭।৮ সৎতরকার প্লীহা প্রায় ৪।৫ বৎসরকার এবংপেটের পীড়া প্রায় এক বদসর হইল হইয়াছিল। যতপরনাস্তি দুর্ব্বল ছিলেন। উক্ত ঔষধ এক শিশি সেবন করিয়াই য়োগ প্রায়, চৌদ্দি আনা আরাম হইয়াছে। ধ্বর একবারে বন্দ হইয়াছে; প্লীহা বার আনা ভাগ কমিয়া গয়াছে, প্রত্যহ ১০।১২ বার বাহ্যের মধ্যে এক্ষণে ২।৩ বার জান। বাহ্যে যে রক্তের চিহ্ন দেখা দিত তাহা ও আরোগ্য হইয়াছে। এ ঔষধে যে অনেকেই অকাল কালগ্রাস হইতে রক্ষা পাইবে তাহার আর ভুল নাই।

শ্রীযোগেন্দচন্দ্র বসু।
মোং হুগলি. ষুটিয়াবাজার।

আপনার প্রেরিত এক শিশি অমৃত রস ঔষধী আমার কনিষ্ঠ সহোদরকে সেবন করাইয়া তাহার পীড়া অনেকংশে সাম্য হইয়াছে। প্লীহ জ্বর, ও উদরাময় এই তিন প্রকার পীড়া আমার উক্ত সহোদরটীর হইয়াছিল, আপনার অমৃত রস সেবন করিয় জ্বর বন্দ্ব হইয়াছে, উদরাময় আরোগ্য হইয়াছে।

দক্ষিণাপদ রায় চৌধুরী।
মহিষরাখা পোঃ আঃ

মহাশয় এক শিশি অমৃত রস অনাইয়াছিলাম। এবং একটী স্ত্রীলোক পুরাতন জ্বর আদি নানা প্রকার পীড়ায় কষ্ট পাইতে ছিল, কিন্তু মহাশয়ের অমৃত রস সেবন করাতে চমৎকার আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

শ্রীবনমালী পাল
মোং গুলটীয়া, তায়া সিন্দীয়া।

অমৃস রস ঔষধী অত্র সবডিবিজান ধুবড়ির শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল লাহুড়ী প্রভৃতি আনয়ন ও সেবন করিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীরায় প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর
মোং গৌরীপুর ধুবড়ী।

মহাশয় আপনার অমৃত রস মহৌষধে অসাধারণ গুণে আমার পূজনীয় পিতা ঠাকুর শাহময়ের মেহ, কাশ জ্বর প্রায় নিশেষিত হইয়াছে। ইত্যাগ্রে ক্রমিক তিন শিশি অমৃত রস আনয়ন করিয়া উল্লিখিত পিতা ঠাকুর মহাশয়কে সেবন করায় কাশ ও জ্বর হইতে একবারে নিষ্কৃতি পাইয়াছে, মেহের পীড়া বার আনা আন্দজ আরোগ্য হইয়াছে, চার আনা পরিমাণে বাকি আছে। বোধ করি তাহাও একবারে নিঃশেত হইত। ফলতঃ অর্থের অকুলান বশতঃ এক সঙ্গে উক্ত তিন শিশি অমৃত রস সেবন করাইতে পারি নাই, এক শিশি সেবন করিয়া মধ্যে অনেক দিন বাদে অপর শিশি সেবন করিনে হইয়াছিল, এবং নিয়ম মত পথ্যাদি ভক্ষণও হয় হয় নাই। বিশেষতঃ মেহের পীড়াটী অল্প দিনের নয়, প্রায় ২৫ বৎসর হইল ইহার সুত্রপাত হইয়াছে।

শ্রীবর্ণেশ্বর মুখোপাধ্যায়
মোং চুড়ামল জেলা, মালদহ।

I am very glad to say that your cholera pills have cured all the 10 cases in which they were adminte red

Signed D. V. Sapray
Bankipore

I have the honor to inform you that your medicine for cholera was received here, when the disease had nearly disappeared from the Town.
It was however administered in two two cases with successful result.

Signed W R Larmine
Magistrate of Bankura

I am requested by the Maharaja of Burdwan to inform you that during the recent out-break of cholera in this place, your pills were tried in several cases, which occured among the servants of His Highness, and were found to be efficacious.

Signed T. B. Miller
Private Secretary.

Your cholera pills are really infallible. Not being a professional man I was afraid to try your medicine at first, but I administered it in 3 cases given up by the doctors as hopeless. Two of the patients recovered within six hours by using only two pills each. The other a child ook one pill which stopped his purging, vommitting, spasm and perspiration, and caused a discharge of urine. but unfortunately at this stage his parents gave him some other medicine. The result was the disease relapsed, and the child died.
Two more cases have been cured, by your medicine.

Bepin Behary Dutt
Station Master, Doomrow.

I am directied to say that your cholera pills are being tried by the Civil Surgeon of Rangoon and the result will be communicated to you as soon as a report is received.

Signed E. I. Sinkms B. C. S.
Junior Secretary to the
Chief Commissioner of Burma

অর্শরোগের অব্যর্থ মহৌষধ!

১১দিবস ব্যবহারে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতেছে
মুল্য ।/৫ আনা ডাক মাশুল দেড় আনা
শ্রীকরালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৪৮নং মলঙ্গা লেন, বহু বাজার, কলিকাতা

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান
প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের
অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত
শ্রীচন্দ্রকিশোরসেনকবিরাজের
আয়ুর্বেদোক্ত ঔষধালয়
১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

উপরোক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল, ঘৃত ও পাচনাদি সুলভ মুল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কোষবৃদ্ধি (একশীরা) পীড়ার মহৌষধ।

এই কষ্টকর পীড়া যদি এক বৎসরের অনধিক কাল মধ্যে সমুদ্ভুত হইয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই মহৌষধ এক কৌটা মাত্র সেবন করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এই পীড়া এক বৎসরের অধিক কালের হইলে ইহা কিঞ্চিৎ ব্যাপক কাল সেবনেই নিঃশেষ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ কয়েক দিবস সেবনেই জ্বর, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি উপদ্রব সকল দূরীকৃত হয়। এই ব্যাধি কর্ত্তৃক সর্ব্বদা যে পুরুষত্বের হানি হইয়া থাকে তাহাও ইহা সেবনে বিশিষ্ট রূপ আরোগ্য হয়।

এক কৌটার মুল্য ২ টাকা ডাক মাশুল ।০

সুরসুন্দরীবটিকা।

(সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।)

ইহা সেবন করিলে রক্ত ও শ্বেত প্রদর, কষ্টরজ বাধক, রোগ বন্ধ্যা এবং অকাল প্রসব অর্থাৎ গর্ভ স্রাব ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। এই কল্যাণকর সিদ্ধ বটিকা সর্ব্ব শরীরের রক্ত পরিষ্কার করিয়া জরায়র সমস্ত ড়ীগা নিঃশেষ আরোকরে।

এক কৌটার মূল্য দ টাকা ডাক মাসুল ।০

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ।

ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা পথ্যাপথ ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে। ইহা পরিবর্দ্ধিত অর্থাৎ ইহাতে চক্রদত্ত, রসেন্দ্রচিন্তামণি ও শার্ঙ্গধর প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ হইতে নানা প্রকার তৈল, ঘৃত, ধাতুঘটিত ঔষধ ও অরিষ্ট আসবাদি সন্নিবিষ্ট করিয়া মূল ও বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ সহিত মুদ্রিত হইয়া ২ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে; প্রতিখণ্ডের মূল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল । আনা। আবশ্যক হইলে আমার নিকট মুল্য পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ; কর্ম্মাধ্যক্ষ।

অমৃত বাজার পত্রিকা।

সন ১২৮৩ সাল ২৮ এ পৌষ, বৃহস্পতিবার।

টেম্পেল সাহেব ও ইডিন সাহেব।

ইডিন সাহেব বাঙ্গলার গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। মান্দ্রাজে দুর্ভিক্ষ অতিশয় প্রবল হইয়া উঠাতে টেম্পেল সাহেব বোম্বাই যাওয়ার পূর্ব্বে কিছু কালের জন্য মান্দ্রাজে গমন করিয়াছেন। টেম্পেল সাহেব বাঙ্গলা দেশের অনেক হিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি এখানে আর কিছু দিন থাকিলে এ দেশের বিস্তর মঙ্গল হইত। তবে ইডিন সাহেব বাঙ্গলার শাসন ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি এক জন অতি যোগ্য ব্যক্তি, যদি দেশীয় লোকের ইচ্ছাক্রমে গবর্ণর সকল নিযুক্ত হইতেন তাহা হইলে ইডিন সাহেব ইহার অনেক দিন পূর্ব্বেই বাঙ্গলার গবর্ণর হইতেন। টেম্পেল সাহেবের অভাবে বাঙ্গলার যে ক্ষতি হইবে ইডিন সাহেব এখানে আসাতে তাহার পুরণ হইবে, অন্ততঃ আমরা এইরূপ আশা করিতেছি। তথাচ আমাদের দুইটী ভয় হয়। এই রূপ রাষ্ট্র যে বাঙ্গালির মধ্যে ইডিন সাহেবের জন কয়েক অনুগত লোক আছেন। ইডিন সাহেব তাঁহাদের অতিশয় বাধ্য। আবার এই কয়েকটী লোক স্বার্থপর। কিন্তু আমরা ইহা লক্ষ্য করিনা। বাঙ্গলার এখন যে রূপ অবস্থা তাহাতে যে গবর্ণর কোন দলের পক্ষপাতী হইবেন তিনি অপদস্থ হইবেন। ইডিন সাহেব সুচতুর ও প্রাজ্ঞ এবং তিনি এ দেশীয়দিগকে সম্যক রূপে চিনেন। তিনি যদি কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরায়ণ হন তাহা হইলে কেহ তাঁহাকে কোন অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইতে পারিবে না। সার রিচার্ড টেম্পেল প্রথমং এই রূপ দলাদলির কুহকে পতিত হন কিন্তু তাঁহার সত্বর চক্ষু উন্মীলিত হয় এবং তিনি আপনার বিপদ দেখিয়া সতর্ক হন। ইডিন সাহেব এখন বাঙ্গলার রাজা হইলেন, পূর্ব্বে ইনি অনায়াসে যে সে কার্য্য করিতে পারিতেন, এখন তাহা করিতে পারিবেন না, এখন তাহার সামান্য একটী কার্য্যের উপর দেশের চক্ষু পড়িবে। বাঙ্গলার প্রজারা এখন রাজকার্য্য সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে শিক্ষা করিয়াছে। ক্যাম্বেল সাহেবের ন্যায় দুরন্ত লোককে তাহারা শাসন করিয়াছিল। যে টেম্পেল সাহেব ইনকম ট্যাকস স্থাপনের সময় কাহাকেও লক্ষ্য করেন নাই তাহাকেও তাহারা শাসন করে। সেখানে ইডিন সাহেব আমাদের ঘরের সাহেব, ইঁহাকে বিপথগামী হইতে রক্ষা করা তত কঠিন কাজ হইবে না। আমাদের বিশ্বাস ইডিন সাহেব যে রূপ চতুর তাহাতে তিনি কখনই বিপথগামী হইবেন না এবং সে নিমিত্ত আমাদের উৎকণ্ঠিত হইতে হইবে না। আমাদের দ্বিতীয় ভয় গবর্ণমেন্টের রাজনীতির পরিবর্ত্তন। প্রাকৃতিক নিয়মের ন্যায় আঘাত প্রতিঘাতের দ্বারা ইংলিশ গবর্ণমেন্ট আমাদিগকে শাসনে রাখিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহারা সুচিৎসক দিগের ন্যায় আমাদের হস্তে নাড়ী ধরিয়া আছেন, ইহার বেগ বুঝিয়া আমাদিগকে পথ্য ও ঔষধ প্রয়োগ করেন। গবর্ণমেন্ট কোন একটি সদনুষ্ঠান করিয়া প্রজা রঞ্জন করিলেন। প্রজারা গবর্ণমেন্টের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হইল। তাহারা যে এইটী অবগত হইলেন আর এই সুযোগে এদেশে কোন না কোন কঠোর নিয়মের প্রবর্ত্তনা করিলেন। আবার কঠোর নিয়মের প্রবর্ত্তনা করাতে প্রজারা যাই বিরক্ত হয় আর অমনি গবর্ণমেন্ট হাস্য মুখে প্রজার প্রতি স্নেহ বিতরণ করিতে থাকেন। ক্যাম্বেল সাহেব আমাদিগকে জ্বালাতন করিয়া তুলেন, টেম্পেল সাহেব হাস্য মুখে আমদের মধ্যে অবতীর্ণ হন। ক্যাম্বেল সাহেব যে যে কারণে বাঙ্গলার প্রজাদিগের মনোবেদনা দেন টেম্পেল সাহেব সেই সেই কারণ গুলি নষ্ট করিবার যত্ন করেন। ক্যাম্বেল সাহেব পোলিসের উৎপীড়ন বৃদ্ধি করাইয়া দেন, এদেশের ব্যক্তিদিগের প্রতি অনাদর দেখান, কোন উচ্চ পদ শূন্য হইলে তাহাতে ফিরিঙ্গি নিযুক্ত করা তাহার নিয়ম থাকে, বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কর্ম্মচ্যুত করিয়া এদেশীয় গণের সিবিল সরবিসে প্রবেশের পথে কন্টকাকীর্ণ করেন, এদেশীয়দিগের সঙ্গে রাজপুরুষ দিগের মনান্তর উপস্থিত করেন, ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং সবরডিনেট জজ দিগকে অপদস্থ করার যত্ন করেন, প্রজা সাধারণের মতের বিপরীত কার্য্য করা তাঁহার আমোদ ছিল, প্রজা ও জমিদার দিগের মধ্যে আত্মকলহ উপস্থিত করেন এবং এই রূপ নানা কার্য্যে আমাদিগকে বিরক্ত করিয়া তুলেন। টেম্পেল সাহেব এখানে পদার্পণ করিয়াই বিপরীত দিকে ধাবিত হন। ক্যাম্বেল সাহেবের শাসনে এ দেশীয়রা যে রূপ সশঙ্ক হইয়া পড়ে ইঁহার রাজত্বে সেই রূপ প্রজার স্ফূর্ত্তি হয়, এমন কি তিনি এরূপ মৃদু ভাবে বাঙ্গলাদেশ শাসন করিয়াছেন যে অনেকে তাঁহাকে দুর্ব্বল শাসন কর্ত্তা বলিয়া অবজ্ঞা করেন, যদিও পরাধীন রাজ্যের পক্ষে দুর্ব্বল শাসনকর্ত্তা মঙ্গলদায়ক। টেম্পেল সাহেব দুর্ব্বল হইয়া আমাদের কিছু মাত্র ক্ষতি করেন নাই, যদি কিছু ক্ষতি হইয়া থাকে, তবে সে তাঁহার নিজেরই অথবা গবর্ণমেন্টের। তিনি কলিকাতার সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী দিগের গৃহে গমন করিয়া আপনার কি গবর্ণমেন্টের পদ বৃদ্ধি না করুন আমাদের পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন। ক্যাম্বেল সাহেব কঠোর শাসনে আমাদিগকে পদানত করিয়া রাখেন, টেম্পেল সাহেব মৃদু শাসন দ্বারা আমাদিগকে উত্তোলন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি যদি দুর্ব্বল হইয়া থাকেন তবে তাহাতে তাঁহার ক্ষতি, ইংরাজদিগের ক্ষতি, আমাদের ক্ষতি নহে। পৃথিবীর সভ্যতম রাজ্য মাত্রের প্রজাদিগের যত্ন গবর্ণমেন্টকে দুর্ব্বল করিয়া প্রজার করায়ত্বে আনয়ন করা। আমেরিকা, ইংলণ্ড, সম্প্রতি ফ্রান্স ইহাতে কৃতকার্য্য হওয়াতে সে সমুদয় দেশের প্রজারা সুখী হইয়াছে। টেম্পেল সাহেব যদি শাসন সম্বন্ধে কিছু দৌর্ব্বল্য দেখাইয়া থাকেন তবে আমাদের তাহাতে হিত হইয়াছে এবং ইহার নিমিত্ত যাহারা তাহাকে তিরস্কার করেন তাহারা ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন। সে যাহা হউক ইংরাজ শাসন প্রণালীর রীতি একবার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা আবার যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় আর অমনি তাহাতে শীতল বারি সিঞ্চন করা। ক্যাম্বেল সাহেব যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া যান, টেম্পেল সাহেব তাহাতে শীতল বারি নিক্ষেপ করেন। আমাদের আশঙ্কা হয় পাছে ইডিন সাহেব রাজনীতির অনুরোধে আবার এদেশে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার যত্ন করেন। কিন্তু আমাদের বোধ হয় যে যেপর্য্যন্ত রাজনৈতিক জগত শান্ত মুর্ত্তি ধারণ না করিতেছে সে পর্য্যন্ত গবর্ণমেন্ট এদেশে আর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবেন না, তাহা হইলে শান্ত প্রকৃতি ইডিন সাহেবকে বাঙ্গলায় প্রেরণ করিতেন না। আমরা ইতিপূর্ব্বে একবার বলি যে যত দিন এদেশের কৃষকেরা জলের নিমিত্ত ইন্দ্রদেবের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে তত দিন আমাদের দেশ হইতে অন্নকষ্ট মন্বান্তর অন্তর্হিত হইবে না, আবার যত দিন আমরা রাজপুরুষদিগের প্রকৃতির উপর নির্ভর করিব তত দিন আমাদের দুঃখ ঘুচিবে না। যত দিন আমরা নিজের স্বার্থ নিজে রক্ষা করিতে শিক্ষা না করিব, যত দিন ক্যাম্বেল সাহেবের উগ্রমূর্ত্তি কিম্বা টেম্পেল সাহেবের হাস্য মুখ দেখিয়া নিজ স্বার্থ বিস্মৃত হইব তত দিন কেহই আমাদিগকে সুখী করিতে পারিবে না। ক্যাম্বেল সাহেবের কঠোর শাসনে আমরা কম্পিত কলেবর হই, টেম্পেল সাহেব আসিয়া আমাদিগকে আবার উত্তেজনা করেন, আবার ইডিন সাহেব মনে করিলে দশ দিনের মধ্যে আমাদিগকে কম্পিত কলেবর করিতে পারিবেন। ইডিন সাহেব গবর্ণর হইয়াছেন শুনিয়া অনেকে শঙ্কা করিতেশুনিয়া কার্য্য করেন। কেহ শঙ্কা করিতেছেন, ইনি আসিয়া আবার সমুদয় শাসন প্রণালী পরিবর্ত্তন করিবেন। কিন্তু যদি আমরা একতা সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারি এবং এ বন্ধনটী সুদৃঢ় হয় তাহা হইলে যদি রাজনৈতিক সাগর উৎক্ষিপ্ত হইয়া জগৎ রসাতলে দেওয়ার উপক্রম করে তাহাও আমরা লক্ষ্য না করিতে পারি এবং যতদিন বাঙ্গলা এই একতা সূত্রে আবদ্ধ না হইবে তত দিন গবর্ণরগণের দোষ গুন বিচার করা প্রলাপ বাক্য মাত্র।

ছোট দরবার।

১লা জানুয়ারি দুই প্রহর বেলার প্রচণ্ড সূর্য্য কিরণ এবং এক শত এক অগ্নি অস্ত্র হইতে অগ্নি শিখা এবং বজ্র নিনাদের মধ্যে ইংলিশ গবর্ণমেন্ট এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়ার ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়াছেন। যদি ঘোষণা পত্র দ্বরা প্রজার প্রতি স্নেহ ও মমতা প্রদর্শন করা ইংরাজ জাতির উদ্দেশ্য থাকে তাহা হইলে সূর্য্য কিরণ এবং অগ্নিবাণের বজ্রনিনাদ মধ্যে ঘোষণা করা উপযুক্ত মঙ্গলাচরণ হয় নাই। যদি গবর্ণমেন্টের এম্প্রেসকে জননীর আকারে প্রজার সম্মুখে উপস্থিত করা যুক্তি সিদ্ধ বোধ হইয়া থাকে তবে সংহার মূর্ত্তির উপকরণ প্রচণ্ড আতপ তাপ এবং বজ্রধ্বনি উপযুক্ত উদ্বোধন হয় নাই। এম্প্রেস বজ্রপাত করিতে করিতে এবং প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণ দ্বারা দগ্ধ করিতে করিতে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হইলেন, আমরা যখনই এই চিন্তা করিতেছি তখনই আমাদের হৃৎকম্প হইতেছে। আমরা ভীরু দুর্ব্বল প্রজা আমরা তাঁহার ভীষণ মুর্ত্তি প্রভাব কি রূপে সহ্য করিতে পারিব। আমরা রাজেশ্বরীকে জননী বলিয়া জানি এবং আমাদের দেশের জননী ত কখনও ভয় দেখান না, আমরা যাহাতে ভয় না পাই তিনি আমাদের প্রতি সেই রূপ যত্ন করেন, জননী সম্মুখে উপস্থিত হইলে আমাদের ভয় অন্তর্হিত হয়, আমাদের শরীর কম্পিত হয় না প্রেমে শরীর উথলিয়া উঠে। এম্প্রেস বিক্টোরিয়া অন্যত্র তাহার সংহার মুর্ত্তি প্রদর্শন করুন, আমরা তাহার এ মুর্ত্তি স্নেহ ও ভক্তিভাবে অর্চ্চনা করিতে পারিব না। যে মুর্ত্তি চিন্তা করিলে আমাদের হৃৎকম্প হইবে তাহা আমরা কি রূপে উপাসনা করিব।

কলিকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী। বকলাণ্ড সাহেব এখানে এম্প্রেসের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া ঘোষণা পত্র প্রচার করেন এবং তাঁহার অযত্নে ও অনবধানতায় নিমন্ত্রিত রাজ ভক্তরা যে কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া আমাদের উপরের লিখিত ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে। দুই প্রহর বেলার সময় গড়ের মাঠে অনাচ্ছাদিত অবস্থায় প্রখর রৌদ্রে দুই তিন ঘন্টা উপবেশন করা কি সুখের বিষয় তাহা বোধ হয় সকলে অনুভব করিতে পারেন এবং কলিকাতা দরবারে উপস্থিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উহাই সহ্য করেন। যখন বকলাণ্ডের হস্তে এই দরবারের ভার অর্পণ হয় তখন আমাদের শঙ্কা হয় তিনি এবার নাজানি আবার কি গোল যোগ করেন এবং যদিও তিনি কলিকাতা দরবার হইতে কাহাকে অপমান করিয়া বহির্গত করিয়া দেন নাই বরং সকলের সঙ্গে তিনি অতিশয় ভদ্র ব্যবহার করেন, কিন্তু রৌদ্রে সকলে এরূপ দগ্ধ হয় যে অনেকের রাজভক্তি কেন তখন ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি টলিয়া উঠে। তবে বকলাণ্ড সাহেব যত ত্রুটী করুন তাহার একটী গুণ আছে। তাঁহার নিকট জাতীয় পক্ষপাতিত্ব নাই এবং তিনি কলিকাতা দরবারে ইহার পরিচয় প্রদান করেন। দরবারে ইংরাজ, বাঙ্গালি, সাহেব মেম সকলেই সমান দগ্ধ হন। কলিকাতা দরবারে সার্টিফিকেট বিতরণে ও আসন সম্বন্ধেও বিস্তর ত্রুটী হয়। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি দিগের মধ্যে কতক লোককে অধিক সম্মান করিবার নিমিত্ত সিংহাসনের

বিষয়ে এরূপ ত্রুটী করেন যে অনেকে তাহা দেখিয়া অবাক্ হন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি দিগের মধ্যে বোধ হয় বাবু দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, পাইকপাড়ার কুমার কান্তি চন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় সম্ভ্রান্ত, বিদ্যাসাগরের ন্যায় পরোপকারী এবং পণ্ডিত, ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকারের ন্যায় বৈজ্ঞানিক বড় অধিক লোক ছিলেন না অথচ ইঁহারা সিংহাসনের নিকট আসন প্রাপ্ত হন নাই। সামান্য ডাক্তারে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়াছেন অথচ বাবু সূর্য্য কুমার সর্ব্বাধিকারী এক খানি সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইলেন না। এ সমুদায় দোষ বকলাণ্ড ইচ্ছা করিয়া করেন নাই। উপযুক্ত লোকের পরামর্শ না লওয়াতে তাঁহার এই রূপ ত্রুটী হইয়াছে। তিনি যদি জানিতেন যে কলিকাতায় পল্লিগ্রামের ন্যায় দলাদলির ঘুঁট আছে তাহা হইলে বোধ হয় তিনি পরামর্শ সতর্কের সঙ্গে গ্রহণ করিতেন। আমরা শুনিলাম দরবারের স্থানটী প্রস্তুত করিতে ১৭ হাজার টাকা ব্যয় হয়। আমরা ইহা শুনিয়া কিছু অবাক হইলাম। যাহাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে বেলগাছিয়ার টাকা গুলি নষ্ট হইয়াছিল এবার কি তাহারই আবার দরবারের স্থান প্রস্তুতের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় এই উপলক্ষে যে বাজি পোড়ে তাহা শুদ্ধ অপূর্ব্ব নয়, এমন কি প্রিন্স আগমন উপলক্ষে যে রূপ বাজি হয় এবার তাহা অপেক্ষা ভাল হইয়াছিল। কলিকাতায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন।

বাবু পান্নালাল শীল, রায় কানাইলাল দে, রায় রামপ্রসাদ মিত্র, বিদ্যাসাগর, হাজি আবদুল বারি, পণ্ডিত ভরত শিরোমণি, বাবু দ্বারিকানাথ মল্লিক, রায় শশিচন্দ্র দত্ত, বাবু ভগবতীচরণ মল্লিক, যোগেশচন্দ্র দত্ত, রায় কৃষ্ণদাস পাল, নবাব মির মাহামুদ আলি, মানকজি রস্তমজি, রেবারেণ্ড কে এম বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু শশীভ্রমোহন ঠাকুর, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু তারকনাথ পরামাণিক, মির্জা মাহামুদ খলিল সিরাজী, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, বাবু কালিকৃষ্ণ ঠাকুর, কুমার অমরেন্দ্র কৃষ্ণ, বাবু কেশব চন্দ্র সেন, বাবু দুর্গা চরণ লাহা, বাবু খেলাচন্দ্র ঘোষ, রায় রাম নারায়ণ দাস, বাবু চন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়, বাবু দ্বারকা নাথ বিশ্বাস, ডাক্তার চন্দ্র কুমার দে, বাবু অভয় কুমার গুহ, হাজি মাহামুদ আবদুল করিম, তামিজ খাঁ বাহাদুর, কবিরাজ গঙ্গা প্রসাদ সেন, গব্বাই সাহেব, ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র, বাবু অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, মেঃ কুরটিস, মৌলবি আহাম্মদ, বাবু শ্রীনাথ ঘোষ, ডাক্তার জগবন্ধু বসু, বাবু ভুবন মোহন সরকার, বাবু শ্যামাচরণ সরকার, ইজ্রা সাহেব, বাবু বলাই চাঁদ সিংহ, বাবু প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ, বাবু দামোদর বর্ম্মণ, কবিরাজ রমানাথ সেন, রায় রাজেন্দ্র মল্লিক, কুমার গিরিশচন্দ্র সিংহ।

২৪ পরগণা ও কলিকাতার দরবার একত্রিত হয় এবং ২৪ পরগণার নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন।

বাবু গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত, বাবু যদুনাথ মল্লিক, বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বাবু মহাদেব ঘোষাল, বাবু শ্যামাচরণ লাহা, বাবু জ্ঞানেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী, বাবু নন্দ কুমার বসু, বাবু যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, বাবু সৃষ্টিধর কোঁচ বাবু প্রসাদ দাস দত্ত, বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু বেণীমাধব চক্রবর্ত্তী, মেঃ কাউসজি ইদলজি, রেবারেণ্ড তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

আমরা ঢাকা হইতে দরবারের যে বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা স্থানাভাবে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। ঢাকাতে ভারি সমারোহ হইয়াছিল। কলিকাতার ন্যায় ঢাকাতেও আসন নির্ব্বাচন বিষয়ে যথা যোগ্য মনোযোগ অর্পণ করা হইয়াছিল। উপস্থিত ব্যক্তিরা অনেকে ইহার নিমিত্ত মনক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। ঢাকাতে দরবার উপলক্ষে কি কি হইবে আমরা ইতি পূর্ব্বে তাহার একটী তালিকা প্রকাশ করি। ঢাকায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়াছেন

বাবু কিশোরীলাল রায়, বাবু শ্রীনাথ রায়, বাবু কালীকিশোর গুপ্ত, বাবু কৃষ্ণকিশোর পোদ্দার, বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, বাবু রাধিকা মোহন রায়, ডেবিড সাহেব।

ঢাকাতে এত অল্প সার্টিফিকেট কেন বিতরিত হইল তাহা আমরা জানি না। এখানে অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান আছেন কিন্তু তাহাদের এক জনও এক খানি সুখ্যাতি পত্র প্রাপ্ত হইলেন না কেন। আমরা উপরিউক্ত তালিকার মধ্যে বাবু দীননাথ সেনের নাম না দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। ঢাকা প্রকাশ লিখিয়াছেন, যে ঢাকার বাবু মোহিনীমোহন রায়, বাবু রূপলাল দাস বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায়, বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, বাবু জগৎবন্ধু বসু প্রভৃতিকেও সুখ্যাতি পত্র প্রদান করা উচিত ছিল। এ সমুদয় বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের স্থানীয় সম্বাদ পত্রের মতানুসারে কার্য্য করা উচিত ছিল। বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায় দক্ষিণ সাবাজপুরের প্রজাদিগের বিস্তর সাহায্য করিয়াছেন, ইহার নিমিত্ত হিন্দুপেট্রিয়ট প্রভৃতি সম্বাদ পত্রে তাঁহার বিস্তর সুখ্যাতি প্রকাশিত হইয়াছে অতএব ইঁহাকে গবর্ণমেণ্টের এই উপলক্ষে কোন রূপ সম্মান না করা নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। ঢাকা দরবারে কমিশনার সাহেব কর্ত্তৃত্ব করেন এবং বাবু গঙ্গাচরণ সরকার সবরডিনেট জজ বাঙ্গলায় ঘোষণা পত্র পাঠ করেন।

বহরমপুরে বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধূম হইয়াছে এবং মহারাণী স্বর্ণময়ী এই উপলক্ষে ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন। বহরমপুরে কোন রূপ ত্রুটী হয় নাই। মাজিষ্ট্রেট মেকিঞ্জি সাহেব দরবারের অধ্যক্ষতা করেন। ইনি বাঙ্গলা ও ইংরাজি উভয় ভাষায় ঘোষণা পত্র পাঠ করেন। এখানে নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়াছেন। রায় রাজীব লোচন রায় বাহাদুর, রায় অন্নদা প্রসাদ রায় বাহাদুর, রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণ রাও, রায় মেঘরাজ সিংহ, রায় ধনপত সিংহ, রায় লছমিপত সিংহ, রায় সেতাব চাঁদ নাহার, রায় নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরি, বাবু বৈকুণ্ঠ নাথ সেন, বাবু দীননাথ সেন, বাবু শ্যামা চরণ ভট্ট, বাবু রামদাস সেন, বাবু রাধিকা নারায়ণ সেন, বাবু বংশীধর রায়। মুর্শিদাবাদ পত্রিকা বলেন যে দরবার উপলক্ষে মাজিষ্ট্রেট সকলকে সমান সম্মান করেন নাই। অনেক উপযুক্ত ব্যক্তি দরবারের নিমন্ত্রণ পত্র প্রাপ্ত হন নাই।

কৃষ্ণনগরেও দরবার উপলক্ষে ভারি আমোদ হয়। একে স্কিন সাহেব স্বভাবতঃ ভারি আমোদ প্রিয় তাহার উপর আবার দরবার, যাহাতে গম্ভীর প্রকৃতি মাজিষ্ট্রেট ষ্টিবিন্স সাহেব পর্য্যন্ত নাচিয়া উঠেন। কৃষ্ণনগরের পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন যে এরূপ উৎসব এখানে আর কোন কালে বোধ করি হয় নাই। তিনি কৃষ্ণনগরের বাবু প্রসন্ন কুমার বসু, যদুনাথ রায় বাহাদুর প্রভৃতির বিস্তর প্রশংসা করিয়া লিখিয়া শেষে লিখিয়াছেন "আমাদের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ছাই-ফেলিতে-ভাঙ্গা-কুল দ্বারিক বাবু সদল যে কত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা লিখিতে পারি না।" তাঁহার বিশ্বাস দ্বারিক বাবু ইহার মধ্যে না থাকিলে হয় ত দরবার এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত না। কৃষ্ণনগরে নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হনঃ—

রায় বাহাদুর যদুনাথ রায়, বাবু আনন্দময় মৈত্র, বাবু প্রসন্নকুমার বসু, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু নফরচন্দ্র পাল, বাবু শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়, বাবু বামন দাস মুখোপাধ্যায়, বাবু দ্বারিকানাথ পাল চৌধুরী, বাবু মৃত্যুঞ্জয় রায়, মৌলবী খোদাদাত মোল্লা, বাবু সুরনাথ চৌধুরী, মুন্সি আমির বিশ্বাস, বাবু প্রসন্নকুমার রায়, বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র রায়, বাবু জগচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবু কালীচরণ লাহিড়ী, বাবু ভগবতীচরণ চট্টপাধ্যায়, বাবু রাধাময় দে চৌধুরী, বাবু যদুনাথ খাঁ, বাবু জগন্নাথ খাঁ।

অনুষ্ঠান করেন আর কাহাকে হাসান এবং কাহাকে কাঁদান। সুখ্যাতি পত্র আর কিছু বিতরণ করিলে বোধ হয় কৃষ্ণনগরে আর কোন গোল হইত না। মাজিষ্ট্রেট সাহেব দ্বারিক বাবুকে যে কেন সার্টিফিকেট দিলেন না তাহা আমরায় বুঝিতে পারিতেছি না। ইনি সম্মানিত না হওয়া কৃষ্ণনগরের জেলার সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন।

হাবাড়া দরবারে নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হনঃ—

বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু যজ্ঞেশ্বর সিংহ, বাবু চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায়, বাবু বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু অম্বিকাচরণ ঘোষাল, বাবু রাজমোহন বসু, বাবু উদয়চরণ পালিত, বাবু অমৃতলাল পাইন, বাবু অভয়চরণ নন্দী, মৌলবী নিজাবোদ্দিন, মাহামুদ সৈয়েদ, নবুল হোসেন, বাবু অম্বিকাচরণ ঘোষাল, বাবু কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য, বাবু শিবচন্দ্র দে, রেবারেণ্ড জগদীশ্বর ভট্টাচার্য্য, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। কমিশনার ককরেল সাহেব এই দরবারের অধ্যক্ষতা করেন। কৃষ্ণনগরে কতক অর্থ দরিদ্রদিগকে বিতরণ করা হইয়াছে। হাবড়া দরবারেও এই রূপ অনুষ্ঠান হইয়াছে।

পাবনার মুন্সেফ বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্র, এবং বাবু তারকনাথ মৈত্র সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন। এখানে অধিকন্তু সংস্কৃতে বক্তৃতা হইয়াছিল। ঘোড় দৌড় মনুষ্য দৌড় এবং জয়ী ব্যক্তিরা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিল।

চাম্পারণের দরবারে দুই জন জমিদার এবং মুন্সেফ রায় মাতাদীন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন। নেপালের রেসিডেন্ট তাহার বডিগার্ডকে একটী মেডেল পুরস্কার দেন এবং ৩০ জন বান্দকে মুক্তি লাভ করে ও ১৪ জনের মিয়াদ কমান হয়।

মেদিনীপুরে দরবার উপলক্ষে ভারি সমারোহ হইয়াছিল। আমরা স্থানাভাবে পত্র প্রেরকের পত্র খানি সমুদয় প্রকাশ করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম। দরবার উপলক্ষে মেদিনীপুরে ৪।৫ হাজার লোক সমবেত হয়। দরবারের সম্মুখে হস্তী যূথ শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। এই উপলক্ষে মহিষাদলের রাজা কলিকাতা হইতে ইলেকট্রিক লাইট এবং মেদিনীপুরের রাজা ইম্পিরিয়েল ক্রাউন এই দুইটী আলো লইয়া গিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরের ন্যায় কাঙ্গালী বিদায় এবং তদতিরিক্ত ৩ হাজার কাঙ্গালিকে আহারাদি দেওয়া হইয়াছিল। এখানে নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা সার্টিফকেট প্রাপ্ত হনঃ—

রাজা লছমন প্রসাদ পর্গ, রাজা অযোধ্যারাম খাঁ, রাজা শ্যামানন্দ রায় বাহুবলেন্দ্র, নবীনচন্দ্র নাগ, বাবু জয়েজয় মল্লিক, বাবু গোপেন্দ্রনন্দন রায়, মাহামুদ জান, আহাম্মদ জান, বাবু ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু বিপিনবিহারী দত্ত, বাবু কৃষ্ণলাল মজুমদার, বাবু ইন্দ্রনারায়ন প্রধান, বাবু উমেশচন্দ্র রায়, বাবু শম্ভুচন্দ্র রায়, বাবু ঈশ্বরচন্দ্র রায়, বাবু ক্ষীরদ কুমার সিংহ, বাবু যজ্ঞেশ্বর পাহাড়ী, বাবু তারাচাঁদ ফৌজদার, বাবু কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

যশোহর ও ফরিদপুরের দরবারেও আমোদ হয়। এই দুই স্থানে কে কে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন পত্র প্রেরকেরা তাহাদের নাম পাঠান নাই। ফরিদপুর হইতে স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত এক খানি অভিনন্দন পত্র এম্প্রেসঅব ইণ্ডিয়াকে প্রেদত্ত হইয়াছে। যশোয়ের রাজা বরদা কান্ত রায় বাহাদুর এবার অনেক ব্যয় করিয়া রাজ ভক্তি দেখাইয়াছেন। শ্রীধরপুরের জমিদার বাবু ঈশ্বর চন্দ্র বসুকে যিনি কখন দেখিয়াছেন তিনি জানেন তিনি কি রূপ বিনয়ী ও রাজ ভক্ত। যখন মাজিষ্ট্রেট সাহেব সার্টিফিকেট তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন, তখন সুখ পত্র খানি মস্তকে লইয়া তিনি ভক্তিতে গদ গদ বলেন যে, এ আমাদের কাঙ্গালের মাথায় স্বর্গ দেওয়া হই— নড়ালের বাবুদের

রাজসাহী এবং বহরমপুর বোধ হয় বাঙ্গলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনশালী। দরবার উপলক্ষে বহরমপুরে অতিশয় সমারোহ হয় কিন্তু রাজসাহীতে যেরূপ ধনশালী সম্ভ্রান্ত লোক আছেন সেখানে সেরূপ আড়ম্বর হয় নাই। রাজসাহীতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা সুখ্যাতি পত্র প্রাপ্ত হন। মহারাণী শরৎ সুন্দরী, রাজা প্রমথ নাথ, রাজা হর নাথ, রাজা পরেশ নারায়ণ, রাজা কৃষ্ণেন্দ্র, মৌলবী মহম্মদ রসীদ খাঁ বাহাদুর, বাবু রাজকুমার সরকার, ও বাবু যাদব চন্দ্র সরকার।

রাজসাহীর দরবার সুশৃংখলা পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হয় নাই। আমাদের পত্র প্রেরকের মতে এখানে অনেক যোগ্য ব্যক্তির প্রতি মাজিষ্ট্রেট উপেক্ষা করিয়াছেন। রাজসাহীর সম্বাদ পত্র হিন্দু রঞ্জিকা লিখিয়াছেন "নিমন্ত্রিত হইয়া দরবারে গিয়া অনেকে অপমানিত হইয়া আসিয়াছেন।"

জলপাইগুড়িতে এ দেশীয় কেহ সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন নাই। সেখানে ক্লেমেন্ট বাগসাই নামক এক জন সাহেব এবং টেণ্ডুক, লর্ডন গেলন এবং নর্ডিং গেলন নামক তিন জন পার্ব্বতীয় তহশিলদার সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই উপলক্ষে দার্জিলিং হইতে কয়েক জন দেওয়ানি ও ফৌজদারি বন্দী মুক্তি লাভ করে। দরবারে সিকিম হইতে প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়া ছিলেন এবং তিনি ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের উপর অচল রাজ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া কতক গুলি পট্ট বস্ত্র উপহার প্রাদান করেন।

—

এবার বাঙ্গলায় রাজা, ষ্টির বাহাদুর, মহারাজা প্রভৃতি উপাধি রত্ন র ন্যায় বর্ষণ হইয়াছে। তথাচ বোধ হয় যেরূপ অনুষ্ঠান তাহাতে আরো কিছু উপাধি বর্ষণ হইলে ভাল হইত। আমরা গবর্ণমেণ্টের এই উপাধি বিতরণের মধ্যে একটি ভয়ানক ত্রুটী দর্শন করিলাম। গবর্ণমেণ্ট এবার উপাধি প্রদান করিয়া অনেকের গুণ গ্রাম স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু যে মহারাণী স্বর্ণময়ী এবং রায় রাজীব লোচনের দয়া দাক্ষিণ্য দেশহিতৈষিতা এবং রাজ ভক্তিতে বাঙ্গলার সকলই বাধ্য, যাহাদের নাম এ দেশে প্রাত স্মরণীয় হইয়াছে, এ দেশের সহস্র২ পরিবার যাহাদের আশীর্ব্বাদ না করিয়া জল গ্রহণ করে না এবং দেশের মধ্যে যে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইলে গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বাগ্রে যাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহারা এবার কেন সম্মানিত হইলেন না তাহা আমরা বুঝতে পারি না। দেশের মধ্যে যে সকল উপাধি ধারী ব্যক্তি থাকেন, তাহার সর্ব্বোপরি মহারাণীস্বর্ণ ময়ীর নাম রাখা উচিত এবং স্বর্ণময়ীর সঙ্গে তাহার অদ্বিতীয় ক্ষমতাবান মন্ত্রী রাজীব বাবুকেও উচ্চ উঠান কর্ত্তব্য। ইঁহাদিগকে কোন রূপ সম্মান না করাতে বাঙ্গলার যাবদীয় লোক দুঃখিত হইয়াছেন। যদি গবর্ণমেণ্ট মহারাণী উপাধি আরকোন সম্ভ্রান্ত রমণীকে না দিতেন তাহা হইলে আমরাস্বর্ণ ময়ীর নিমিত্ত দুঃখ প্রকাশ করিতাম না। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মহারাণী এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিকে মহারাজা উপাধি প্রদান করিয়া বিস্তর সম্মান করেন, কিন্তু যখন অন্যান্য রমণীরা মহারাণী হইলেন তখন তাঁহাকে আর কোন উপাধি দিয়া আরও উপরে উঠান উচিত। আমরা দেখিলাম দিনাজপুরের বাবু ক্ষেত্র মোহন সিংহ নামক কাহাকে রাজা উপাধি প্রদান করা হইয়াছে। ইনি যদি মহারাণী শ্যামমোহিনীর জামতা হন এবং সেই সম্বন্ধের নিমিত্ত তাহাকে এই উপাধি প্রদান করা হইয়া থাকে তবে গবর্ণমেণ্টের তাহা প্রকাশ করিয়া লেখা উচিত ছিল। কিন্তু যদি ক্ষেত্র বাবুকে তাঁহার ম্যানেজারির নিমিত্ত এই উপাধি প্রদান করা হইয়া থাকে তাহা হইলে রাজীব বাবুকে ইতি পূর্ব্ব মহারাজা উপাধি প্রদান করা উচিত ছিল। আমরা জানি একবার টেম্পেল সাহেব বহরমপুরে গমন করিয়া প্রকাশ করেন যে রাজীব বাবু যেরূপ মান্য লোক তাহাতে তাঁহাকে বরদার মন্ত্রিত্বপদে নিযুক্ত করা উচিত। সে সময় বরদা রাজ্য রাজা ও মন্ত্রী শূন্য হইয়াছিল। রাজীব বাবুকে যাহারা জানেন তাঁহাদেরও তাঁহার উপর এই রূপ ভক্তি। যদি সত্যনিষ্ঠা, কার্য্যদক্ষতা, সরলতা, লোকহিতৈষিতা, নিষ্কাম প্রভু ভক্তি, দৃঢ় সংকল্প, বিচক্ষণতা, পরিণামদর্শিতা প্রভৃতি সদগুণ একাধারে থাকার সম্ভব হয় তবে তাহা রাজীববাবুতে আছে। এরূপ লোককে উপেক্ষা করিয়া গবর্ণমেণ্ট কেবল দেশীয় লোককে মনক্ষুণ্ণ হইয়াছেন নাই উপাধিরও যথা সম্মান করা হয় নাই। ক্ষেত্র বাবু যখন রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন তখন অবশ্য তাহার অলক্ষিত ও অব্যক্ত কোন গুণ থাকিতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আমরা কি দেশীয় লোকে সে গুণের পরিচয় রাখি না এবং আমরা তাহার গুণগ্রাম পাঠক বর্গকে অবগত করিতে না পারিয়া লজ্জিত রহিলাম। কাশীম বাজারের অন্নদা বাবুকে যথোপযুক্ত সম্মান করা হয় নাই। যাঁহারা রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, অন্নদা বাবু তাঁহাদের অপেক্ষা বংশ মর্য্যাদা ও লোকহিতৈষিতায় কোন অংশে ন্যূন নহেন। তবে তাঁহার একটি দোষ আছে। তিনি আপনার প্রকৃতি ও কার্য্য সকল প্রদর্শন করিতে জানেন না। আমরা এটি গুণ বলিয়া জানিতাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি এটি দোষ।

—

সুসঙ্গ দুর্গাপুরের রাজাকে মহারাজা উপাধি প্রদান না করিয়া তাঁহার পার্ব্বতীয় জমিদারিটী ছাড়িয়া দিলে বোধ হয় এদেশীয়েরা ভারি সন্তুষ্ট হইতেন। এম্প্রেস উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে কাশ্মীরের মহারাজার জামতার সম্পত্তি গবর্ণমেণ্ট প্রত্যর্পণ করিলেন। তিনি সিপাহী যুদ্ধের সময় গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষতাচরণ করেন এই নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সম্পত্তি অধিকার করিয়াছিলেন। তাহার উপর হইতে পারিলেন কিন্তু সুসঙ্গের রাজার উপর প্রসন্ন হইলেন না। ইহাঁর অপরাধের মধ্যে এই যে, তাঁহার পার্ব্বতীয় জমিদারিতে কতক গুলি ধাতু খনি আছে এবং কাশ্মীরের ন্যায় কোন প্রবল রাজা ইহাঁর শ্বশুর নয়। এম্প্রেস উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে গবর্ণমেণ্ট আমাদের কোন আশাই পূর্ণ করিলেন না। এই উপলক্ষে যদি সুসঙ্গের রাজার প্রতি ন্যায়াচরণ করিতেন তাহা হইলে আমরা কতক তৃপ্তি লাভ করিতাম। ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট যদি উক্ত রাজাকে মহারাজা উপাধি প্রদান না করিয়া তাঁহার যে উপাধি আছে তাহা কাড়িয়া লইয়া পার্ব্বতীয় জমিদারিটী প্রত্যর্পণ করিতেন তাহা হইলেও আমরা সন্তুট হইতাম। তাঁহার যথসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া মহারাজা উপাধি দেওয়া তাঁহারা পক্ষে এক রূপ বিড়ম্বনা মাত্র। আমরা ত জানি, তিনি নবাবি আমলের মহারাজা, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মহারাজা উপাধি প্রদান করিয়া তাঁহার পদ বৃদ্ধি না করিয়া প্রত্যুত খর্ব্ব করিলেন।

—

ইউরোপ হইতে আজ কয়েক দিন যুদ্ধের যেরূপ সম্বাদ আসিতেছে তাহাতে আবার বোধ হইতেছে যে যেন যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজারা যে পরামর্শ স্থির করেন তুর্কি তাহাতে সম্মত হন নাই। রুশের পূর্ব্বে ভয় ছিল যে ইংলণ্ড তাহার প্রস্তাবে সম্মত হন কিনা। ইংলণ্ড সম্মত হইলে যে তুর্কির সুলতান অসম্মত হইবেন তাহা বোধ হয় তিনি চিন্তা করিয়া ছিলেন না, ইংলণ্ডও ভাবিয়াছিলেন যে তিনি যাহা করিবেন কি বলিবেন তুর্কির তাহাই করিতে হইবে, এখন সকলই তাহাদের ভ্রম বোধ হইতেছে তুর্কিও এখন একটী ভ্রম জানিতে পারিয়াছেন। তিনি এত দিন পরে বোধ হয় জানিয়াছেন যে ইউরেপীয় রাজারা কাহারও নহে।

—

মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ে দুর্ভিক্ষ অতিশয় ভয়ানক আকার ধারণ করাতে সার রিচার্ড টেম্পেল দক্ষিণ ভারতবর্ষে কিছু কালের জন্য নিয়োজিত হইয়াছেন এবং ইডিন সাহেব বাঙ্গলার একটিং গবর্ণর নিযুক্ত হইলেন।

—

বর্দ্ধমানের মহারাজা এত দিন পরে ১৩ তোপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। পদ ও সম্ভ্রমে বর্দ্ধমানের মহারাজা বাঙ্গলায় সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, তাহাকে সম্মান করাতে গবর্ণমেণ্ট বঙ্গবাসীদিগকে সম্মান করিয়াছেন।

—

বিজ্ঞাপন।

সুরধুনী কাব্য।

দ্বিতীয় ভাগ।

রায় দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত।

মূল্য ।৵ আনা, ডাকমাসুল /০ আনা।

কলিকাতা সংস্কৃত ডিপজিটরি এবং ক্যানিং লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য।

GREAT NATIONAL THEATRE.

No. 6, Grand Beadon Street Palvion.

Saturday, 13th January, 1877.

With Thousand Appologies for last few weeks' irregularities, unprecedented in the annals of the Great National Theatre and over which he with his Company had no control, the proprietor respectfully invites the indulgent nobility and genry of Calcutta and its suburbs to the long expected glorious oppera

PARIJAT HARANA.

Fairies Flying in air and fountains playing on the stage. Arrangemeut as usual.

Doors open at 8-30 p. m., overture at 9 p. m.

B. M. NEWGY.

Proprietor,

সংবাদ

—কাবুলের সংবাদ সবই জনরব—অতএব জনরব যে কিছু দিন হইল ৪০ জন আফ্রিডিস কাবুলের আমীরের নিকট গিয়া উপস্থিত হয়। আমীর তাহাদিগকে অতি সমাদরে সম্ভাষণ করেন। তাহারা আমীরকে বলে যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাদের বিনাশে কৃত সংকল্প হইয়াছেন। যদিচ তাহারা ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করিতে অপারগ নহে তথাপি তাহারা আমীরের সাহায্য প্রার্থনা করে। তাহাদের যুদ্ধের সরঞ্জামের কিছু অভাব হইয়াছে এবং এই সকল দ্রব্য তাহারা আমীরের রাজ্যে ক্রয় করিতে চাহে এবং যদি প্রয়োজন হয় তবে প্রান্তবাসী আমীরের প্রজাগণ তাহাদের সহায়তা করে, আমীর এই আদেশ দেন। আমীর তাহাদের সকল প্রার্থনাই গ্রাহ্য করিয়াছেন এবং আফ্রিডিস দিগের সহায়তা জন্য প্রান্তবাসী প্রজাদিগকে আদেশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। অধিকন্তু আমীর বন্দুকের ক্যাপ নির্ম্মাণে পারদর্শী দুই জন কারিকরকে আফ্রিডিসদের সমভিব্যাহারে যাইতে আদেশ করিয়াছেন।

—মান্দ্রাসের নিম্নে আলাবামা নামক বাষ্পীয় জাহাজের সহিত সুয়েজ নামক জাহাজের সংঘাত হয়। ইহাতে সুয়েজ জাহাজ অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ক্ষতি পুরণ বাবদ আলাবামার নামে ৫ লক্ষ টাকার দাবিতে একটী মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে।

—এই রূপ রাষ্ট্র যে প্রিন্স অব ওয়েলস এই রূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে যদি যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং ইংলণ্ডের তাহাতে লিপ্ত হইতে হয় তাহা হইলে তিনি স্বয়ং যুদ্ধ ক্ষেত্রে গমন করিবেন। ইংলণ্ডের রাজ ভক্ত ব্যক্তিরা রাজ বংশীয় দিগের জীবন অতিশয় মূল্যবান মনে করেন। তাহারা বলিতেছেন যে নিতান্ত বিপদে পড়িলেও তাহারা যুব রাজকে যুদ্ধে গমন করিতে দিবেন না। যদি ইংলণ্ডের এ রূপ বিপদ হয় তাহা হইলে যুবরাজ ইংলণ্ডের বাহিরে কোন স্থানে যুদ্ধের নিমিত্ত গমন করিতে পারিবেন এবং যদি তাহার ইংলণ্ডের বহির্ভাগে কোন স্থানে যুদ্ধের নিমিত্ত গমন করিতে হয় তাহা হইলে তিনি ভারতবর্ষের সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইবেন। প্রিন্সকে ভারতবর্ষবাসীরা এবং ভারতবর্ষের রাজারা অতিশয় ভাল বাসেন ও ভক্তি করেন। তিনি ভারতবর্ষে যুদ্ধের নিমিত্ত উপস্থিত হইলে ভারতবর্ষবাসী মাত্র ইংরাজের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবে।

—গবর্ণর জেনারেল আগামী ১৩ই জানুয়ারি কলিকাতায় পেঁ ছিবেন।

—মান্দ্রাস প্রদেশের সহস্র সহস্র লোক অন্ন কষ্টের জ্বালায় মান্দ্রাস নগরে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। মান্দ্রাস নগরবাসী হিন্দুরা এই সকল দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগকে যথাসাধ্য অন্ন ও আশ্রয় দিতেছেন কিন্তু অধিবাসীদের সাধ্যাতীত দেখিয়া গর্ণবমেণ্ট এখন এই দুস্থ ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় দানের যোগাড় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

—মহারাণীর এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া উপাধি প্রচারোপলেক্ষ ঢাকার একটী সাধারণ উদ্যান নির্ম্মিত হইবে। এবং এই উদ্দেশে সেখানে ৮ হাজার টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

—রুশিয়ার এক খানি প্রধান সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে কাবুলের আমীর হিরাটে ১০ হাজার সৈন্য সজ্জিত করিতেছেন। কাবুলের সংবাদ সকল এখন রুশিয়ার সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইতেছে, আমীর সৈন্য সমাবেশ করিতেছেন ইত্যাদি বিবরণ চিন্তার বিষয় বটে।

—বাঙ্গলার তিনটী বিখ্যাত মাজিষ্ট্রেট ছুটি লইয়া বাড়ী যাইতেছেন। রঙ্গপুরের গেলুজিয়ার সাহেব ৮ মাস, মালদহায় মোসলী ১৯ মাস এবং রাজসাহীর ক্লে সাহেব ৮ মাসের বিদায় পাইয়াছেন। আমরা ভরসা করি ইংলণ্ডের সুশীতল বায়ুতে ইহাদের মস্তিষ্ক কিছু ঠাণ্ডা হইয়া আসিবে।

—আইসল্যাণ্ড দ্বীপের উপকুলে একটি বেলুনের অবশিষ্টাংশ সকল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বেলুনের মধ্যে মনুষ্য দেহের কতক গুলি অস্থি ও একটী ব্যাগ পাওয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন যে পারিস নগর আক্রমণের সময় প্রাইস নামক এক ব্যক্তি যে বেলুন যোগে নগরের বাহিরে আসার চেষ্টা করেন, এ সেই বেলুন।

—১৮৭৩ সালের নবেম্বর মাসে এক কোটি ৯৷৷০ লক্ষ টাকার জিনিষ ভিন্ন দেশ হইতে কলিকাতায় আমদানি হয়। গত নবেম্বর মাসে আমদানি দ্রব্যের মূল্য এক কোটি ৮৩৷৷০ লক্ষ হয়। এত টাকা কম হওয়ার কারণ বিলাতী থান কাপড়ের কম আমদানি। এ একটি শুভ সংবাদ সন্দেহ নাই।

—দিল্লিতে ৩১ এ ডিসেম্বর মহীশূরের রাজার তাম্বুতে আগুন লাগিয়া ৪ হাজার টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে।

—তুর্কি ও রুশিয়ার সৈন্য ইত্যাদির সংখ্যা এখন অনেকের জানিতে ইচ্ছা করে। তুর্কির অস্ত্রধারী অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্যের সংখ্যা তিন লক্ষ ১৮ হাজার হইবে। ইহা ব্যতীত বহুতর সৈন্য প্রয়োজন মতে সংগ্রহ হইতে পারে। সর্ব্ব শুদ্ধ তুর্কির সৈন্য ৭ লক্ষ হইবে। রুশিয়ার সৈন্যের সমষ্টি ২০ লক্ষ।

—"বিশ্বাস নৈব কর্ত্তব্যং স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ," আমাদের দেশের এই প্রাচীন বাক্যটি জর্ম্মাণ রাজ মন্ত্রী বিষমার্ক কার্য্যে পরিণত করিতেছেন। তিনি নিয়ম করিয়াছেন যে ফরেন বিভাগীয় কর্ম্মচারীগণ বিদেশী স্ত্রীর পানি গ্রহণ করিতে পারিবেন না। কেন না গবমেণ্টের গুপ্ত পরামর্শ সকল কর্ম্মচারীরা আপনাপন স্ত্রীর নিকট ব্যক্ত করিবেন এবং স্ত্রীরা আপনাপন দেশের লোকের নিকট সে সব কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিবেন।

—হিন্দু পেট্রিয়টের জনৈক পত্র প্রেরক বলেন যে মহারাণীর এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া উপাধি গ্রহণোপলক্ষে পাইকপাড়ার রাজ কুমারেরা ২০ হাজার টাকার শাল তাঁহাদের কর্ম্মচারী, আত্মীয় স্বজন এবং প্রতিবাসী দিগকে বিতরণ করিয়াছেন।

—তুর্কি লইয়া ইংরাজেরা কিছু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, কোথায় গিয়া কি করিয়া স্থির হইবেন স্থির করিতে পারিতেছেন না। ইতি পূর্ব্বে লর্ড সেলিসবারি একবার প্রিন্স বিসমার্কের সঙ্গে দেখা করিবার নিমিত্ত বার্লিনে গমন করেন, সম্প্রতি আবার [illegible] করিতেছেন।

—হিন্দু হিতৈষিণী বলেন, ১ লা জানুয়ারি [illegible] ঢাকা জেল হইতে মোট ১৩৬ জন কয়েদী মুক্তি[illegible]ভ করিয়াছে। ইহার মধ্যে দেওয়ানী কয়েদী ১৩ জন, ইহাদের প্রত্যেকের দেনা ১০০০ টাকার ন্যূন, গবর্ণমেণ্ট এই টাকা প্রদান করিবেন। বক্রী ১২৩ জন ফৌজদারী কয়েদী। ইহা ভিন্ন ঢাকা জেলে যত কয়েদী আছে, তাহাদিগের প্রায় অধিকাংশেরই যাহার [illegible] বৎসর বাকি আছে, তাহার তত মাস ম্যাদ কমিয়াছে। যখন কয়েদীরা মুক্তিলাভ করিয়া প্রস্থান করিল, তখন তাহাদের হৃদয়ের আনন্দের কথা বিশেষ করিয়া বলা অধিক। ইহারা স্বস্ব গৃহে যাইবার জন্য যথোচিত পাথের পাইয়াছে। জেলের কঠোর শাসনের সহিত তুলনা করিয়া স্মরণ করিলে আমাদেরও আনন্দের সীমা থাকে না। মহারাণীর "ভারতেশ্বরী" উপাধি ঘোষণার সহিত এই একটি মহতীকীর্ত্তি রহিয়া গেল। ঢাকা বলিয়া নহে, প্রতি জেল হইতেই কয়েদী মুক্তিলাভ করিয়াছে।

—দিল্লিতে যে মণি মাণিক্যের প্রদর্শন হয় সে সমুদয়ের আনুমানিক মূল্য ৫ কোটি টাকা হইবে। ভারতবর্ষ ১৫০ বৎসরের মধ্যে এ রূপ ধন শূন্য হইয়াছে যে সমুদয় ভারতবর্ষের জহরিরা একত্রিত হইয়া দিল্লিতে ৫ কোটি টাকার অধিক মণি মাণিক্য উপস্থিত করিতে পারে নাই। এই হীরা প্রভৃতির অনেক অংশ বরদা এবং অন্যান্য যে স্থান ইংরাজেরা এখনও অধিকার করেন নাই সেই সমুদয় স্থান হইতে সংগৃহীত হয়। যদি ইংরাজ অধিকৃত ভারতবর্ষ হইতে এই সমুদয় দ্রব্য সংগ্রহ হইত তাহা হইলে বোধ হয় এক কোটি টাকার হইত কি না সন্দেহ।

—দিল্লির দরবার সাজানের ভার যে সাহেবদিগের উপর থাকে তাহাদিগকে গবর্ণর জেনারেল ৫। ৫ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন।

—আমরা শুনিলাম দিল্লি দরবারে এক জন বাঙ্গালি মূত্র পরিত্যাগ দ্বারা কোন এক স্থান দুর্গন্ধময় করার নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেট তাহাকে বার বেত মারেন, বাঙ্গালি এই অপমানে বিষ খাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এ সম্বাদটী সত্য নহে, যদি এটি সত্য হয় তাহা হইলে ইহা ভিন্ন দিল্লি দরবারে আর তিনটী মাত্র সাংঘাতিক ঘটনা হইয়াছে। ক্যাপ্‌টেন ক্লেটন নামক এক জন অশ্ব হইতে পতিত হইয়া মরিয়াছেন, লেফটেনেণ্ট মিডিলটন নামক এক জন অশ্ব হইতে পতিত হইয়া তাহার গ্রীবা ভগ্ন হইয়াছে এবং এক জন কুলির উরুদেশে বন্দুকের গুলি প্রবেশ করিয়া সে মরণাপন্ন হইয়াছে। আমরা শুনিলাম যশোহরে দরবারের সময় এক জন কুলির এই রূপে মৃত্যু হইয়াছে।

—ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের টেলিগ্রাফিক লাইন ১লা আপ্রিলের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের অধীন আসিবে না।

—চিনের লোকদিগের এই রূপ সংস্কার আছে যে যদি কোন চিন রমণীর গর্ভে অপর দেশীয় কাহার ঔরসে পুত্র জন্মায় তবে সেই পুত্র সম্রাট হইবে। এই নিমিত্ত চিন রমণীদের অপর দেশে গমন করা রাজা আজ্ঞানুসারে নিষিদ্ধ।

—দিল্লী দরবারের একটী চিত্র তুলিবার জন্য প্রিন্সেপ সাহেব ১ লক্ষ টাকা পাইবেন। এবং হোয়াইট সাহেব আর একটির জন্য ৫০ হাজার টাকা পাইবেন। হোয়াইট সাহেবের ৫০ হাজার টাকা কলিকাতার বাঙ্গালি বাবুরা চাঁদা করিয়া তুলিয়া দিয়াছেন। প্রিন্সেপ সাহেবের টাকা কে দিবে তাহা আমরা জানিতে পারি নাই।

—গবর্ণর জেনারেল দিল্লি পরিত্যাগ করিয়া পাতিয়ালায় গমন করেন। সেখানে তিনি পাতিয়ালায় যুবরাজকে রাজ সিংহাসনে অভিষেক করেন।

—তুর্কির নিমিত্ত কেবল মুসলমানেরা অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন না জাবা প্রভৃতি দূরস্থ দ্বীপেও ই[illegible] নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ হইতেছে।

—গত শুক্রবারে অপরাহ্নে দিল্লির দরবারের উদ্যাপন হইয়াছে। উদ্যাপন হইবার সময় ১০১টী তোপ ধ্বনী হয়। সিপায়ী বিদ্রোহের সময় ইংরাজেরা দিল্লি আক্রমণ ও অধিকার করেন এই আক্রমণকারীদিগের মধ্যে দিল্লিতে ৩০ জন সৈনিক কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন। ইহারা একত্রিত হইয়া বৃহস্পতিবারে আনন্দ উৎসব করিয়া এক স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক আহারাদি করেন।

—যদিও ইংরাজেরা যাহাতে যুদ্ধ না হয় ইহার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন কিন্তু তাহাই বলিয়া যুদ্ধের আয়োজনে কিছু মাত্র ত্রুটী করিতেছেন না। বিসকে উপসাগরে তাহারা অনেক গুলি রণতরী লইয়া রাখিয়াছেন এবং যুদ্ধ কালে রণতরী কি রূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে ইহার পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত এক দি[illegible] দুই প্রহর রাত্রে, পূর্ব্বে বিন্দু বিসর্গ না জানাইয়া রণতরীর অধ্যক্ষ সহসা এক খানি জাহাজের অধ্যক্ষকে যুদ্ধের আয়োজন করিতে আজ্ঞা দেন। ইনি আজ্ঞা পাওয়া মাত্র সেখানে আর যে সমুদয় রণতরী ছিল তাহা দূরে লইয়া যাইয়া চতুষ্পার্শে বন্দবস্ত করেন এবং এই রূপ বন্দবস্ত করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিয়া কামান জুড়েন। তিনি রণতরীর অধ্যক্ষের আজ্ঞা প্রাপ্তি হওয়ায় ৭ মিনিটের মধ্যে সমুদয় আয়োজন করিয়া কামান জুড়েন। অশিক্ষিত ব্যক্তিকে এই আজ্ঞা পালন করিতে হইতে তিনি তিন শত একুস ঘণ্টার মধ্যে ইহা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ।

—বিলাতি এক খানি সম্বাদ পত্রে একটী নূতন রোগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের এক জন যুবতী রমণী সহসা হাঁচিতে থাকেন এবং অবিশ্রান্ত ৩০ ঘণ্টা হাঁচেন। চিকিৎসকেরা নানা উপায় দ্বারা ইহা নিবারণ করার যত্ন করেন কিছুতেই ইহা নিবারণ হয় না। রমণীটী ক্রমে মুমূর্ষ হইয়া পড়েন, তাহার চক্ষু দুটী বাহির হইয়া পড়িবার যো হয়। শরীর দেখিতে২ শুষ্ক হইয়া গেল মুখও নাসিকা দিয়া রক্ত নির্গত হইল, ডাক্তারেরা আর কোন উপায় না দেখিয়া তাহাকে ক্লোরফরম প্রয়োগ করিয়া অচৈতন্য করিয়া ফেলিলেন। কাহার ও কাহার বিবেচনায় এ রূপ রোগে আক্রান্ত হইলে অধো মুখ ও ঊর্দ্ধ পদ করিয়া রাখিলে আরোগ্য হয়।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

শ্রীভুবন মোহন গুপ্ত, নেটীব ডাক্তার, সাহেবগঞ্জ ষ্টেশন। "বিগত ১০ই অগ্রহায়ণ দিবসে আপনকার পত্রিকায় অবধূত চিকিৎসক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিজ্ঞাপন দৃষ্টে আমরা জনৈক রোগীর চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে রেজেষ্টরি করিয়া দশ টাকা পাঠাইয়া দেই, এবং ২১এ অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত টাকা প্রাপ্তি স্বীকার বা ঔষধ কিছু মাত্র না পাওয়াতে আপনাকে জানাইতে বাধ্য হইয়া ছিলাম, আপনিও অনুগ্রহ পূর্ব্বক উহা প্রকাশিত করাতে চির বাধিত করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বাবু ভবানীপুরে ছিলেন না, চন্দ্রকোণা গ্রামে চিকিৎসার্থ গিয়াছিলেন,ও তজ্জন্যই আমার টাকা পৌঁছা সংবাদ বা ঔষধ কিছু মাত্র পাওয়া যায় নাই। তিনি ভবানীপুরে পৌঁছিবা মাত্রেই আমাকে ঔষধ পাঠাইয়া দিয়াছেন। অতএব এ জন্য তাঁহার কিছু মাত্র দোষ নাই, তাঁহার কর্ম্মচারির অনবধানতা জন্যই বিলম্ব হইয়াছিল।"

ম: ম্বা জম্বো—আপনার প্রশংসা বচনে আমরা বাধিত হইলাম। কোন সম্প্রদায়িক ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রস্তাব আমরা পত্রস্থ করি না। অতএব মাপ করিবেন, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আপনার উৎকৃষ্ট প্রেরিতটি পত্রে প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

জনৈক উমেদার, পাবনা—আপনার দুঃখে আমরা দুঃখিত হইলাম। কিন্তু আপনার পত্র খানি ছাপিলে আপনার যে কোন বিশেষ ফল হইবে আমরা এরূপ বিবেচনা করিনা বরং ক্ষতি হইবার সম্ভব।

জনৈক উচিত বক্তা, দারজিলিং—নেটিব ডাক্তারদের ইংরাজি না জানারই কথা। সুতরাং ইংরাজি পত্র না বুঝিতে পারিয়া যদি কোন নেটিব ডাক্তার উদর পিণ্ডি বুদর ঘাড়ে দিয়া থাকেন তবে তাহা ডাক্তারের দোষ নহে পত্র লেখকেরই দোষ।

জনৈক স্ত্রীলোকঃ—"আমরা জনেক স্ত্রীলোক পূর্ব্বে (টাকাওয়ালা বড় লোকেরা. তাহাদিগের পরিবারের উপর অত্যাচার করেন, এই মর্ম্মে) দুই খানি পত্র লিখি। কিন্তু আপনার পত্রিকা দৃষ্টে অবগত হইলাম, যে আপনি পত্রের যথার্থ মর্ম্ম প্রকাশ করেন নাই। আপনি লিখিয়াছেন, বাবুরা রাত্রে বাটিতে থাকেন না, একথা আমরা কখন নির্লজ্জ হইয়া লিখি নাই অথবা এমন কোন কথা লিখি নাই যদ্বারা আপনার উক্ত কথার প্রতিপাদন হইতে পারে। তাহাদিগের কুচরিত্র উদ্দেশে আমরা পত্র লিখি নাই। আমরা বলিতেছি আমাদিগের বড় মানুষ ভর্ত্তারা আমাদিগকে সাংসারিক বিষয়ে কষ্ট দেন, ভয়ানক কষ্ট। অধিক বলিতে হইবে না অন্ন বস্ত্রের কষ্ট। পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে যে বর্ত্তমান আইন ধরিতে গেলে হিন্দু পরিবারের উপযুক্ত হয় না, আর হইয়াও উঠে না। আমরা অত্যান্ত পীড়িত হইয়া লিখিতেছি। বড় মানুষ দিগের নাম প্রয়োজন মতো লিখিব। বড় ঘর বজায় রাখিলে কি উপকার হইবে বলিতে পারিনা, কিন্তু এই বলিতে পারি যে, গরিব দেখিয়া লোকের মনে কেননা দয়ার উদ্রেক হইবে? গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যদি একটি আইন চলিত হয় যে, পরিবারের উপযুক্ত ভরণ পোষণ না করিলে গবর্ণমেণ্ট নিজে বাদী হইয়া মকোদ্দামা ফৌজদারী আদালতে চালাইবেন তাহা হইলে বোধ হয় এ দুষ্কর্ম্ম রহিত হয়। আমরা ইহা লিখিতে সাহস করিলাম। কেন না এই আইন প্রচলিত হইলেই উক্ত দোষ রহিত হইবে। তবে এই আইন কেবল যাহারা ভরণ পোষণ করিতে সমর্থ অথচ করেন না তাহাদিগের উপর খাটিবে নতুবা ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় যে, ইহা সর্ব্ব সাধারণের উপর খাটিলে অত্যন্ত দোষোৎপত্তি হইবে।"

শ্রী:—আজিমগঞ্জ। "এই জেলার অধীন ইকড়োল প্রভৃতি কয়েক খানি পল্লীর অর্দ্ধাংশ তাহিরপুরের শ্রীমতি রাণী আনন্দ ময়ীর তালুক। গত দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বে, দুই বৎসর যাবৎ এই পল্লী সমূহে শস্য জন্মায় না, পল্লী বাসীগণ কেবল উক্ত দয়াবতী রাণীর কৃপায় এ পর্য্যন্ত জীবিত আছে। তিনি ইহাতে বৎসরে ৬।৭ শত টাকা পাইয়া থাকেন, কিন্তু ঐ চারি বৎসরে তিনি প্রায় ১৫০০০ শত টাকা ক্ষতি স্বীকার করিয়া প্রজাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। গত দুর্ভিক্ষের সময় কলিকাতা গমন কালে জিয়াগঞ্জ মোকামে এই পল্লীর অনেক প্রজা তাঁহার শরণাপন্ন হওয়াতে তিনি সকলকেই খাজানা দ মাপ করিয়া শান্ত করেন। রাণী মহাশয়া নিতান্ত নিস্পৃহ ভাবে দান করিয়া থাকেন এবং তাঁহার আন্তরিক মহত্বের অনুযায়ী সংস্থান অভাবে তিনি দয়ালু গবর্ণমেণ্টের কৃপা নেত্রে পতিতা হয়েন না, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে সকল মহৎ দানের নিমিত্ত পুরস্কার করিয়া থাকেন সেই দাতা দিগের আয় ও দানের সমষ্টির সহিত ইহার আয় ও দান তুলনা করিলে ইনি অনেকের অপেক্ষায় ধন্যবাদের যোগ্য"

প্রেরিত।

ব্যাঘ্র শিকার।

মহাশয় ভীরু বাঙ্গালীর যৎ কিঞ্চিৎ সাহসিকতার বীর্য্য দেখিলও আমাদিগের হৃদয় আনন্দে পুলকিত হয়। আমরা দুর্ভাগ্য বশতঃ এত অকর্ম্মা হইয়া পড়িয়াছি যে আমদিগকে একশত কিল দিলেও আমরা কথা কহিনা। আমাদিগের কথা কহিবার শক্তি নাই, বল নাই, বীর্য্য নাই, অভিমান নাই। ব্যাঘ্র শিকারে অন্য কোন ফলাফল থাকুক না থাকুক, ইহা দ্বারা যে মনুষ্য সজীব হয় তাহার সন্দেহ নাই। এখন আমাদিগের মধ্যে অনেকেই এই বীরোচিত আমোদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এটী আমাদের জাতীয় জীবনীশক্তির পুনরুদ্দীপনের চিহ্ন। আজ ১০।১২ দিবস হইল নলডাঙ্গার নাবালক রাজা প্রমথ ভূষণ দেব রায়, যাঁহার বয়ঃক্রম ১৮ বৎসর, এক দিনে দুইটি ব্যাঘ্র শিকার করিয়া ছিলেন, তাহার একটি ৭ফিট অপরটি ৮॥ ফিট লম্বা। তিনি অদ্য আবার একটী ক্ষুদ্র বাঘ মারিয়াছেন। ব্যাঘ্র শিকারে ইহার অত্যন্ত উৎসাহ। যদি কিছু দিন এই উৎসাহটী থাকিয়া যায় তবে তিনি একজন উত্তম শিকারী হইতে পারিবেন। গত গ্রীষ্মকালে ইনি দুইটী বাঘ শিকার করিয়া ছিলেন।

শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার।

সুরবোধ।

সঙ্গীত শাস্ত্রটী অতীব দুরধিগম্য ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তন্মধ্যে সুরবোধ আবার যার পর নাই কঠিন। আমি ৭৮ বৎসর যাবৎ প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিৎ গায়ক ও বাদকের নিকটে রীতিমত ধ্রুপদ গান ও সেতার বাজনা শিক্ষা করিয়াছি। কিন্তু সঙ্গীতের প্রাণ স্বরূপ যে "সুরবোধ" তাহা অতি যৎসামান্য (একা আমার নয় আমার ন্যায় শিক্ষিত অনেকেরই) হইয়াছে। ইহাতেই সময়ে২ আমরা অনেকেই সঙ্গীত জানি বলিয়া স্পর্দ্ধা করি। আমাদের সঙ্গীত বিষয়ক জ্ঞান যে যৎসামান্য তাহা যে ঘটনা হইতে হৃদ্বোধ হইয়াছে তাহা না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না পত্রৈক পার্শ্বে স্থান দানে বাধিত করিবেন।

আমি ইতিমধ্যে একদা পাথুরিয়া ঘাটার রাজশ্রী ডাক্তার শৌরিন্দ্র মোহন ঠাকুর বাহাদুর মহোদয়ের সভায় উপবিষ্ট আছি ইতিমধ্যে জনৈক বিখ্যাত কলাবত মোজরা করণার্থে তথায় প্রার্থী হইলেন। আদেশ হইল। কলাবত গান আরম্ভ করিলেন। গান করিতে২ দৈবাৎ ঘটনা ক্রমে একটী কাচের গেলাষে আঘাত লাগিয়া সুরধ্বনি হইল। সে শব্দ সভাস্থ সকলেরই শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। ইতিমধ্যে (গেলাষে শব্দ হওয়ার প্রায় ১০ মিনিট পরে) রাজা বাহাদুর কলাবতকে বলিলেন যে কাচের গেলাষে যে ধ্বনি হইযাছিল, "তাহা স্মরণ করিয়া (গেলাষে পুনঃ আঘাৎ না করিয়া) সেই সুরে অপর যন্ত্র বাঁধিয়া দিতে পার"। কলাবত অস্বীকার করিয়া বলিলেন যে সুর বাঁধিবার যে সাধারণ রীতি আছে তদবলম্বন ভিন্ন সুর মনে রাখিয়া অপর যন্ত্র বাঁধিতে পারেননা এমন কি যে সুরে বাঁধিতে হইবে সে ধ্বনি হওয়ার এক মিনিট পরে ও না। তাহাতে রাজা "বাহাদুর উত্তর করিলেন।" গেলাষে যে সুর ধ্বনিত হইয়াছিল তাহা মনে রাখিয়া ১৫ দিন এমন কি এক মাস পরেও সেই সুরে যন্ত্র বাঁধিয়া দিতে পারি।" ইহাতে সভাস্থ সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হলেন এই কৌতুহল নিবারণার্থ সেই গেলাষের চিহ্ন করিয়া কলাবতকে বলা হইল তিনি ৭ দিন পরে তাঁহার ঐ গেলাষ সহ পুনঃ সভাস্থ হন। কলাবত কোন কারণ বশতঃ নিয়মিত দিনে না আসিয়া ১০।১২ দিনের পর সেই গেলাষ সহ উপস্থিত হইলেন। আমরাও কৌতুহলী হইয়া সভায় উপস্থিত আছি। রাজা বাহাদুর একটী সেতারে সুর বাঁধিয়া সেই সুরে যত যন্ত্র তথায় ছিল সমস্ত বাঁধিতে আদেশ করিলেন। তাহাই করা হইল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, গেলাষে আঘাৎ করিয়া দেখা হইল সমস্ত যন্ত্রের সহিত গেলাষের সুরের মিল! এই ঘটনায় রাজা বাহাদুরকে প্রাচীন আর্য্য সঙ্গীতাচার্য্য ভরতাদি মহর্ষির (এটি যদিও অত্যুক্তি হউক তৎকালে মনের ভাব এইরূপই হইয়াছিল) অবতার বলিয়া মন সবিস্ময় ভক্তি রসে আর্দ্র হইয়া গেল। আমার এই পত্র যে রাজ বাহাদুরের সঙ্গীত নৈপুণ্যের পরিচায়ক হইবে আমি ভ্রমে ও এরূপ ভাব মনে করিনা, যেহেতু তাহার তদ্বিষয়ক অসাধারণ পাণ্ডিত্য পৃথিবীস্থ সভ্য জনপদ মাত্রেই স্বীকার করিয়া তাঁহাকে নানাবিধ সম্মান সূচক উপাধি উপহারে আদৃত করিয়াছেন। তবে আমার মনে তাঁহার প্রতি যে শ্রদ্ধা মিশ্রিত আশ্চর্য্য ভাবোদয় হইয়াছে তাহাই সাধারণ্যে প্রকাশ কর এ পত্রের উদ্দেশ্য।

যশোর। বঙ্গস্থদ।
২৭সে ডিসেম্বর ১৮৭৬। শ্রীম—

উপাধি দান।

বহু দিবসাবধি একটি বিষয়ের চিন্তায় আমার মন বিলীন ছিল, কিন্তু এক্ষণে সেই চিন্তা বিনাশক ভাবী উপায় সন্দর্শনে এত আনন্দ জন্মিয়াছে যে, তাহা মহাশয়ের বিশ্ব বিখ্যাত পত্রিকাতে সন্নিবেশিত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। নীতি পরায়ণ গবর্ণমেণ্ট সাধু পাত্রে উপাধি দান করিয়া তাঁহাদিগের সৎ প্রবৃত্তিকে উৎসাহিনী করিয়া থাকেন, কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়, গাজিমগঞ্জ, বালুচরের প্রতি করুণা কটাক্ষপাতে কেন যে এত কৃপণতা তাহাই আমার অতিশয় চিন্তার কারণ ছিল, কেন না উপরোক্ত স্থানদ্বয় নিবাসী শ্রীযুক্ত রায় লছমী পতি সিংহ বাহাদুর ভ্রাতৃদ্বয়ের সৎকীর্ত্তি ভারতের অনেক স্থানে দেদীপ্যমান রহিয়াছে, যাহাতে অগণ্য লোকের মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছে, এবং অদ্যাবধি তাঁহারা পরোপকার কার্য্যে বহুল অর্থ ব্যয় করিতেছেন। প্রায় আমাদিগের সকল তীর্থেই ধর্ম্মশালা, জীর্ণ মন্দির সংস্কার, প্রভৃতি কার্য্যে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতেছেন।

যখন ঐ সকল স্থানে ধর্ম্মশালা ছিল না, তখন তথায় লোক জন যাইত কিন্তু নিতান্ত বিরল, কারণ যাহারা যাইত, আশ্রয় না থাকায় সেই সকল স্থানে লোকের এত কষ্ট হইত, যে তাহা অবক্তব্য। এই ক্ষণ এই ধার্ম্মিক ভ্রাতৃদ্বয়ের সাহায্যে সেই পার্ব্বতীয় প্রদেশে, সেই নির্জ্জন প্রান্তরেও লোকে পরমানন্দ বোধ করে, সেই ভয়ানক স্থান সকল এত রমণীয় হইয়াছে যে, সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া আসিবার সময় অনেকে ক্রন্দন করিয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন নিজ প্রকোষ্টের ধর্ম্মশালায় স্বজাতি মাত্রেই উপস্থিত হইলেই সুন্দর রূপে খাইতে পাইবেন, তদ্বারা অনেক গরিব প্রতিপালন হইতেছে, এবং অনেক আখড়া দেব স্থানে মাসিক বৃত্তি দেওয়া আছে, সাধারণের উপকারার্থ বিদ্যালয় ডাক্তার খানা স্থাপিত আছে, বস্ত্র হীনকে বস্ত্রদান করা আছে, বিপন্ন ব্যক্তিকে বিপদ হইতে উদ্ধার করা আছে, এতদ্ব্যতীত যে কোন বিষয়ের জন্য কেহ প্রার্থনা করে তাহার প্রার্থনা একেবারে নিস্ফল হয় না। অতএব এমন ব্যক্তিকে যদি গবর্ণমেণ্ট সামান্য উপাধি দান দ্বারা উৎসাহিত না করেন তবে কি রূপে আমরা গবর্ণমেণ্টকে ন্যায় পরায়ণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিব? যদি বলেন যে এই সকল কার্য্যের দ্বারা তাহারা ভারতবাসীর উপকার করিতেছেন, গবর্ণমেণ্টের কি? তাহা সত্য, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ও ত্রুটি করেন না, যখন যে বিষয়ের চাঁদার জন্য অনুমতি করেন ইহারা মুক্ত হস্তে অবিচলিত চিত্তে ৪০০০০ চল্লিশ২ হাজার টাকা স্বাক্ষর করিয়া থাকেন তথাপি কি ইহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট উপাধি পাওয়ার যোগ্য পাত্র নন? তবে কি করিলে যে গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হন তাহাই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলাম না, কিন্তু এক্ষণে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে যখন ইহারা দিল্লীর সভায় আমন্ত্রিত হইয়াছেন তখন যে গবর্ণমেণ্ট এই দেশ হিতৈষী মহাত্মাদিগের সৎ প্রকৃতি রূপ অনলে উপাধি রূপ ঘৃতাহুতি দানে বর্দ্ধিত করিবেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

টি, সি, বয়েদ।
বালুচর।

বিজ্ঞাপন।

পরীক্ষিত মহৌষধ।

নিম্ন লিত পরীক্ষিত ঔষধ কলিকাতা ২৮ নং ঝানাপুকুর শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ দের বাটীতে ও ভদ্রেশ্বরে উক্ত বাবুর ডিস্পেন্সরিতে প্রাপ্তব্য।

১। বৃহৎ হিমসাগর তৈল। এই উৎকৃষ্ট তৈল গাত্রে ব্যবহারে বায়ু পিত্ত রোগ সকল বিশেষ উপকার লাভ করিবে। যথাঃ—মাথা ঘোরা, বেদনা শিরঃপীড়া, গাত্রজ্বালা, শরীর অবসন্নতা, হৃদকম্প, চক্ষে ঘোর দনর্শ, মস্তিষ্কের ক্ষীণতা, উদারাময়, বায়ু উদ্গার ইত্যাদি মুল্য ১ প্যাকিং ৵০।

২। বাতরাজ তৈল। ইহাতে বিবিধ ত যথা কামড়ানে, বিদ্ধনে, কাণকণে, হাত পা অবশ, বা টেনে ধরা যত দিনের হউক না কেন নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে মুল্য ৸০ প্যাকিং ৵০।

৩। চর্ম্ম রোগাদি তৈল। গরল, দাদ, চুলকনি, রক্ত কুষ্ঠ, পাঁছড়া টাক, পার দ্বার, বা শোণিত বিকৃত হইয়া ত্বকের উপর চক্রাকার মূল্য ৸০, আনা প্যাকিং ৵০।

৪। কর্ণ পীড়া তৈল। ইহাতে কর্ণের বিবিধ পীড়া, কাণের ভিতর ঘা, রস বা পুঁজ পতন বা বধিরত. দোষ আরোগ্য হইবে মুল্য ৷৷০ প্যাকিং /১০।

৫। উপদংশ রোগ ও ঘার অতি উত্তম মলম। (পারা সংশ্লিষ্ট রহিত) নানাবিধ গরমির অন্যান্য ঘা। যথা নূতন, পুরাতন ঘা, লি না ঘা, অর্শ পীড়ার যে ঘা বলি থাকে, পারার ঘা, বিশেষতঃ নূতন ঘা এক সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্য হইবে, মূল্য ৷৷০, প্যাকিং /১০।

কেশ কন্দর্প তৈল।

৬। ইহা মস্তকে ব্যবহার করিলে কেশ মুল বলিষ্ঠ হইয়া কেশের স্থূলতা, কেশ বৃদ্ধিকারিতা, ও কেশের সুচিকণতা গুণ দর্শিবে। এমন কি অকালে যে কেশ শুভ্র হয়, তাহা এই তৈল দ্বারা স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইবে। বিশেষতঃ, ইহা দ্বারা মস্তিষ্কের হীনতা দূরীকৃত হইয়া মস্তিষ্ক সুশীতল হইবে। মুল্য বার আনা। প্যাকিং /১০।

৭। পারদ দোষ সংশোধক অব্যর্থ চুর্ণ ইহা সেবনে শরীরের পারদজাত বা গরমির পীড়া দ্বারা দূষিত রক্ত, পারদ ফোটন, বা ঘা হওন এবং উহার আনুসঙ্গিক পীড়া সকলের বিশেষ উপকার দর্শিবে। মূল্য ২ টাকা প্যাকিং—৵০।

নোটিশ।

আগামী ১লা ফেব্রুয়ারি (1st February) পর্য্যন্ত দমদমার স্মল আরমস এমিউনিসন ফ্যাকটরি (Dum Dum Small Arms Ammunition Factory) অর্থাৎ ক্ষুদ্র অস্ত্র শস্ত্র সকল প্রস্তুত করিবার কারখানার ভার প্রাপ্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব মহাশয় (Superintendent) কর্ত্তৃক পেটী ষ্টোরস (Petty Stores) অর্থাৎ নানাবিধ ক্ষুদ্র২ সামগ্রী প্রভৃতির কণ্টৌকটের নিমিত্ত শীল Seated) অর্থাৎ মুখ বন্ধ করা টেণ্ডর Tender অর্থাৎ বায়না পত্র সকল গ্রহণ করা যাইবে। এই সমুদয় সামগ্রী প্রভৃতি আগামী সন ১৮৭৭ সালের ১লা (1st April, 1877) হইতে সন ১৮৭৮ সালের ৩১ শে মার্চ্চ 31st March, 1878) পর্য্যন্ত উপরিউক্ত স্মল আরমস এমুউনিসন ফ্যাকটরি (Small Arms Ammunition Factory) অর্থাৎ ক্ষুদ্র অস্ত্র শস্ত্র সকল প্রভৃতি প্রস্তুত করার কারখানার আফিশে সরবরাহ করিতে হইবে।

(২) সরকারি কার্য্য নির্ব্বাহার্থ যে সকল জিনিষ সরবরাহের নিমিত্ত (Tender) টেণ্ডার অর্থাৎ বায়না পত্র লওয়া যাইবেক সেই সকল জিনিষের নূন্যাধিক পরিমাণের ফর্দ্দ এবং কন্‌ট্রাক্ট পত্র লেখা পড়ার ফারম উপরিউক্ত স্মল আরমস আমুনিউশন ফ্যাক্টরি আফিসে (Small Arms Ammunition Factory Office) দরখাস্তকারীদিগকে প্রতি দিন দেখান যাইবে, কেবল রবিবার ও ছুটির দিনে দেখান যাইবে না।

৩। যদি কোন টেণ্ডার (Tender) অর্থাৎ বায়না পত্র গৃহীত হয় তাহা হইলে যাহারা টেণ্ডার দিবেন তাঁহাদিগকে কন্‌ট্রাক্ট লেখা পড়ার দস্তাবেজ দস্তখত ও মোহরাঙ্কিত করিতে হইবে। দস্তাবেজের ষ্ট্যাম্পের মূল্য এক টাকা কন্‌ট্রাক্টদারদিগকে দিতে হইবে।

৪। দুই খান করিয়া টেণ্ডার (tender) অর্থাৎ বায়না পত্র দিতে হইবে এবং তাহা ইংরাজিতে লিখিত থাকিবে। প্রত্যেক রকমের জিনিষ যে যে দরে দেওয়া যাইতে পারিবে সেই সেই দর অঙ্কপাত করিয়া ও অক্ষর তাড়িয়া লিখিয়া দিতে হইবে।

৫। কেবল ছাপা করা ফারমে টেণ্ডার (Tender) লওয়া যাইবে। উক্ত রূপ ছাপা করা ফারমের দুই খানা এই আফিসে দরখাস্ত করিলে পাওয়া যাইবে। দুই খান মুল্য দুই টাকা মূল্যে পাওয়া যাইবে।

৬। সকল অপেক্ষা কম দর দিলেই যে টেণ্ডার (Tender) গৃহীত হইবে এমন কথা নহে। এবং কোন টেণ্ডার অগ্রাহ্য হইলে তাহা কি জন্য অগ্রাহ্য হইল তাহার কোন কারণ দেখান হইবে না।

৭। টেণ্ডার (Tender) অর্থাৎ বায়না পত্র সকল গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা অরডনেনসের শ্রীযুক্ত ইনেস্পেক্টর সাহেবের (Inspector General of Ordanances) উপর আছে। তিনি সকলের নিচে কি অন্য কোন টেণ্ডার অগ্রাহ্য করিবার অধিকার রাখেন। এবং তাহাকে এ সম্বন্ধে কোন কৈফিয়ত দিতে হইবে না। অথবা কোন টেণ্ডারের যদি কোন জিনিসের দর স্পষ্টতঃ অতিশয় বেশী হয় তাহা হইলে সেই সেই জিনিষের দর তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

৮। টেণ্ডার অর্থাৎ বায়না পত্রের সমভিব্যাহারে এক হাজার টাকায় গবর্ণমেণ্ট অর্থাৎ কোম্পানীর কাগজ অথবা নোট আমানত করিতে হইবে। কনট্রাক্ট লেখা পড়া হইয়া গেলে কিম্বা টেণ্ডার অগ্রাহ্য হইলে উক্ত টাকা ফেরত দেওয়া হইবে।

৯। শ্রীযুক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব (Superintendent) ১৮৭৭ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় উক্ত স্মল আরমস আমুনিশন ফ্যাক্টরির আফিসে (Small Arms Ammunition Factory Office) টেণ্ডার অর্থাৎ বায়না পত্র সকল খুলিবেন।

১০। যে সকল ব্যক্তি টেণ্ডার দিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ঐ সময় উপস্থিত থাকিবেন।

স্মল আরমস আমুনিশন ফ্যাক্টরি আফিস।
দমদমা।
২১এ ডিসেম্বর ১৮৭৬

এ, ওয়াকর মেজর আর, এ
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্মল আরমস আমুনিশন ফ্যাক্টরি।
A Walker Major R. A.
Superintendent Small Arms Amunition Factory.

হোমিও পেথিক!

বেঙ্গল হোমিও পেথিক ফারমেসি।
(শিয়ালদহ রেলওয়ে ষ্টেশনের সম্মুখে।)
১ নং আপর সারকুলর রোড, কলিকাতা।

এখানে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় হোমিওপেথিক ঔষধি, গৃহ চিকিৎসাকী এবং ব্যবসায়ীদিগের নিমিত্ত সাধারণ এবং বিশেষ২ পীড়ার বাঙ্গলা ও ইংরাজি ব্যবস্থা পুস্তকসহ নানা প্রকার উৎকৃষ্ট বাক্স, পুস্তক এবং অন্যান্য সহকারী দ্রব্য সমুদয় অতি সুলভ মুল্যে হোলসেল ও রিটেল প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদিগের দ্রব্যাদি সমুদয় নূতন বিলাত হইতে আসিয়াছে।

ওলাউঠার বাক্স।

১১ শিশি (গৃহোপযোগী) সমেত ব্যবস্থা পুস্তক মুল্য ৫
২৪ শিশি পুর্ণ (চিকিৎসকোপযোগী) সমেত পুস্তক ১০
রুবিনির ক্যাম্ফার (ওলাউঠার প্রতিনিষেধক) সমেত ব্যবস্থা পত্র ১
জল পরিস্কার করার পকেট ফিলটার ৫
জ্বর পরীক্ষার যন্ত্র ৭

লাল বেহারি মিত্র এণ্ড কোং
হোমিও পেথিক চিকিৎসক ও কিমিষ্ট।

জুলজিকেল গার্ডেন।

আলিপুর।

রাজকীয় প্রাণীবাটিকা উদ্যান

প্রবেশের নিয়ম।

সোমবার.................................../০
মঙ্গলবার..................................।০
বুধবার............কেবল মেম্বরএবং দাতব্যকার ব্যক্তিরাই প্রবেশ করিতে পারিবেন।
বৃহস্পতিবার..............................।০
শুক্রবার....................................।০
শনিবার.....................................।০
রবিবার.....................................৷৷০

ছিজেন টিকেট অর্থাৎ ১৮৭৭ সনের ৩০ পর্য্যন্ত বুধবার ভিন্ন অন্য সকল বারে প্রবেশ বার টীকেট।

কেবল টীকেট গ্রহিতা গাড়ী, ঘোড়ায় চড়িয়া ক হাটীয়া প্রবেশ করিবার ফিঃ মং ২৫ টাকা

কেবল টীকেট গ্রহিতা ঘোড়ায় চড়িয়া কি হাটীয়া প্রবেশ করিবার ফিঃ মং ১৬ টাকা।

বুধবার কেবল মেম্বর অর্থাৎ যাঁহারা এক শত টাকা দান করিয়াছেন এবং ডোনার যাহারা এক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন তাঁহাদিগের জন্য রক্ষিত থাকিবেক।

চান্দাদাতা ভিন্ন ব্যক্তিদিগের গাড়ী ও ঠিকা গাড়ী প্রতি মং ১ টাকা ঘোড়া প্রতি ।০ আনা এবং পাল্‌কি প্রতি ৷৷০ আনা অতিরিক্ত ঃ দিতে হইবে।

কল খোলা হইয়াছে। চান্দাদাতা ব্যক্তিরা ফি, অর্থাৎ ফিঃ ব্যতিত এবং অপর সারণাধ ব্যক্তিরা মং ১ টাকা ফিঃ দিলে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

প্লেসরবোর্ট অর্থাৎ বিলাস তরণীর ভাড়া প্রতি ঘণ্টায় এক টাকা মং ১৲।

ইউরোপীয় এবং এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের আহারাদি করিবার গৃহ খোলা হইয়াছে।

মেম্বর এবং ডোনার অর্থাৎ দাতব্যমূারী ব্যক্তিরা প্রত্যহ সপরিবারে ড্রি নিয়া গাফিঃ অর্থাৎ ফিঃ ব্যতিত প্রবেশ করিতে পারিবেন।

H. M. Tobin
Hon. Secretary.

" ডাক্তার জি হায়াসা এম ডী

বিখ্যাত ডাক্তার ভন গ্রায়াইফের ছাত্র সকল প্রকার চক্ষু রোগের চিকিৎসক। ৭ নং চৌরিঙ্গি রোডের বাটিতে প্রাতে ৮টা নাগাত ১০টা ও বৈকালে টা নাগাত ৫টা পর্য্যন্ত চিকিৎসার সময়

কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় বঙ্গসাহিত্য সমালোচনী নামে একটী সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। বান্ধব সম্পাদক বাবু কালী প্রসন্ন ঘোষ এই সভার সম্পাদক হইলেন। বঙ্গ সাহিত্য সংসারে প্রতি বৎসর যে সকল পুস্তক প্রচার হয় তন্মধ্যে উপযুক্ত গ্রন্থকারদিগকে বৎসরান্ত পারিতোষিক প্রদত্ত হইবেক গ্রন্থকারগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ কুমার স্বয়ং ইহার ব্যয় ভার বহন করিবেন।

শ্রীমদনমোহন মুখুর্য্য
কার্য্যাধ্যক্ষ
জয়দেবপুর ঢাকা

নীল নীল নীল!

আমাদিগের হাটে নীল বটিকা বিক্রয় হয় যাহারা অপরাপর স্থানে বিক্রয় করেন তাঁহাদিগের নকট প্রার্থনা করি যে তাঁহারা একবার আমাদিগের হস্তে অর্দ্ধেক ও অপরের হস্তে অর্দ্ধেক মাল দিয়া বক্রয়ের তারতম্য বুঝিবেন। আর আমরা উচ্চ দরে বেচিতে পারিলে পরে যেন আর অপরকে দেন না। হাট খরচা টাকা শত করা এক টাকা ও বাকস এক টাকা।

শ্রীপ্রাণনাথ দত্ত এণ্ড কোং
২৭ নং পলকষ্ট্রীট কলিকাতা।।

দ্বিতীয় ভাগ! দ্বিতীয় ভাগ!! দ্বিতীয় ভাগ!!!
ঐতিহাসিক রহস্য।
শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন প্রণীত।
"এ প্রকার গ্রন্থ এই প্রথম বাঙ্গলা ভাষায় প্রচারিত হইল।" বঙ্গদর্শন।
The collected Essays of Ram Dass Sen well erve a translation into English.
Mux Maller

এই পুস্তক কলিকাতা বহুবাজার ২৪৯ নম্বর ষ্ট্যানহাপ যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও ৫৫ নম্বর কলেজ ষ্ট্রিট ক্যানিং লাইব্রেরিতে বিক্রয় হইতেছে।

মূল্য ১৲ এক টাকা ডাক মাশুল ৵০ দুই অনা।

উহার প্রথম ভাগ মূল্য ১ টাকা ডাক মাশুল দুই আনা। উপরিউক্ত স্থানে পাওয়া যায়।

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুর্য্যের গলি ২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।